বরাক উপত্যকার বারমাসী গান

অমলেন্দু ভট্টাচার্য
সম্পাদিত

ঃ প্রকাশক ঃ
কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
শিলচর
১৩৯১

Barak Upatyakar Banamali Gan
Edited by Amalendu Bhattacharjee

First Edition : May, 1991

Price Rs. 7.00

প্রথম প্রকাশ : ২৩শে বৈশাখ, ১৩৯৮

প্রকাশক : বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন, শিলচর

প্রাপ্তিস্থান : সম্মেলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়
[illegible]
পার্ক রোড
শিলচর-৭৮৮০০১
কাছাড়, আসাম

মূল্য : ৭ টাকা

মুদ্রাকর :
[illegible]
[illegible] মুদ্রণিকা
[illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-২৩

সূচীপত্র

ভূমিকা
মুখবন্ধ
১। [illegible] বারমাসী ১
২। [illegible] বারমাসী (২) ৫
৩। [illegible] কইন্যার বারমাসী (৩) ১০
৪। [illegible] বারমাসী ১৭
৫। [illegible] বারমাসী ১৮
৬। [illegible] বারমাসী ২৩
৭। [illegible] কইন্যার বারমাসী ২৬
৮। সীতার বারমাসী ২৯
৯। সীতার বারমাসী (২) ৩৩
১০। [illegible] বারমাসী ৩৬
১১। নিমাইর বারমাসী ৩৯
১২। নিমাইর বারমাসী (২) ৪২
১৩। নিমাইর বারমাসী (৩) ৪৫
১৪। [illegible] বারমাসী ৪৭
১৫। [illegible] বারমাসী (২) ৪৯
১৬। [illegible] বারমাসী (৩) ৫১
১৭। [illegible] বারমাসী ৫৩
১৮। [illegible] বারমাসী (২) ৫৫
১৯। [illegible] বারমাসী ৫৮
২০। [illegible] বারমাসী (২) ৬১
পরিশিষ্ট—ক ১
পরিশিষ্ট—খ ২
পরিশিষ্ট—গ ৩
পরিশিষ্ট—ঘ ৪

কাছাড় বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

* কাছাড় বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মূলক, অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক সংস্থা।
* এতদঞ্চলে বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা, প্রসার ও উন্নয়ন সাধন এবং বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা, চিন্তা ও গবেষণা করা।
* অঞ্চলবাসী অন্যান্য ভাষাভাষীদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সুসম্পর্ক স্থাপন ও বর্ধিত করা এবং অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সুসম্পর্ক স্থাপন ও সম্প্রসারণ করা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর মিলন প্রচেষ্টা বিকাশে সহায়তা ও সহযোগিতা করা।
* গ্রন্থাগার ও পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপন, আলোচনা-চক্র, সাহিত্য-সভা, প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সম্মেলন ইত্যাদি পরিচালনা করা।
* বরাক-উপত্যকার লেখক-লেখিকা ও সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিদের পুস্তকাদি মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা এবং ঐ ব্যাপারে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করা।
* বরাক-উপত্যকা ও অন্যান্য অঞ্চলের গ্রাম, গঞ্জ, নগর ও শহর এলাকা সমূহ হইতে বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শন-সমূহ উদ্ধার ও রক্ষা করা।
* উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাহিত্যিক ও শিল্পীকে আর্থিক সহায়তা করা।
* সম্মেলনের কার্যনির্বাহের ও নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সূত্র হইতে আর্থিক সাহায্য ও সহায়তা গ্রহণ করা।
* সম্মেলনের স্বার্থে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয় করা।
* বরাক-উপত্যকা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে কোনো স্থানে 'সম্মেলনের' শাখা এবং পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপন ও তদুদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী সূত্র হইতে আর্থিক সাহায্য, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।
* নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি বর্জন-মূলক বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কার্যক্রমের গ্রহণ ও রূপায়ণের মাধ্যমে জাতীয় সংহতির সাধনে নিয়োজন।
* বরাক-উপত্যকার কৃতী সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সেবামূলক ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মানসূচক পুরস্কার, পদক, মানপত্র ইত্যাদি প্রদান করা।

মুখবন্ধ

১৩৮৩ সালের ২৬শে পৌষ (১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে) এই পাবলিক লাইব্রেরী মহৎ উদ্দেশ্য ও সাধু সংকল্প নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের এক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন। আমাদের প্রচেষ্টার ফলেই এক—অন্যতম ও বগুড়ার অঞ্চলেই এক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন। পরিষদের অঞ্চলের এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো।

রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, নওগাঁ, পঞ্চগড়, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে অনেক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন হয়েছে, স্থানে স্থানে বহু গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি আমাদের শ্রেণী, বিভিন্ন শিল্পী অনেক কবি ও গায়ক এসে যোগ দেন, নানা স্তরের জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল এবং প্রাচীন সুপ্রাচীন উত্তরাঞ্চল এতদ্‌ অঞ্চল বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা থেকে নিরন্তর ঐতিহ্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে আসছে। এর জন্য সকল প্রোত্সাহিত। প্রাক্-স্বাধীন আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ হবার থেকেই এই ঐতিহ্য সমানে চলে আসছে। রাজনৈতিক কারণে নানা সময় আমাদের এই অঞ্চলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত আছে। এখানকার বহু প্রাচীন গান—যা কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, না হয় বিলুপ্ত হওয়ার পথে। এগুলির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশনা আমাদের এক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার মধ্যে এ ব্যাপারে আমরা বিশেষ অগ্রসর হতে পারিনি। অর্থাভাব নয় বাধায় সব সময় কাজ করা যায় না। যা-ই হোক, আমরা আনন্দিত যে অবশেষে এই উত্তরাঞ্চল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি বড় প্রতিষ্ঠিত ও এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান ভাওয়াইয়া গানের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছি। এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও সংকলন সম্পাদক শ্রীহরিশচন্দ্র পাল। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আমরা এই কাজ সহজে প্রকাশ গ্রহণ করার সাহস করতে পেরেছি।

আমরা আশা করি প্রকাশিত গ্রন্থটিতে রংপুর-কুড়িগ্রাম-দিনাজপুর উত্তর বঙ্গ অঞ্চলের লোকগীতির সম্ভারের স্বরূপ সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠক সমাজের আনন্দ বিধান করবে এবং এই সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি আংশিক পরিচয় বৃহত্তর জনসমাজের কাছে তুলে ধরতে পারবে।

[illegible]

নিবেদক—

[illegible]

[illegible] সম্পাদক।

[illegible]

[illegible] বিভাগ।

ভূমিকা

পত্রিকায় প্রকাশিত 'ত্রিপুরা দর্পণে'র একটি সংখ্যায়, 'বৈশাখ জৈষ্ঠের বৈকালে যখন বা রৌদ্রের তাপ অসহনীয় হইয়া গাছপালা তৃণ ও মলিন হইয়া যায়, তখন মাঠে মাঠে 'মেঘরাজা' খেলার বালকগণ হইতে এই গানের সুরের রেশ গ্রাম্য বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া কেমন এক মায়া করিয়া তোলে।'⁵ এই উপলক্ষে কোন কোন অঞ্চলে গ্রামের নিয়মও প্রচলিত আছে যে, কোন বালক যদি গানের তালে তালে নাচিতে এবং নাচিতে নাচিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে তবে সে বৃষ্টির দেবতার তুষ্টি পায়।⁶ বৃষ্টির জন্য কাকলী গানের মাধ্যমের কথা অন্যত্রও বলা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে ব্যাঙের বিয়ে কাজী গান বলে পরিচিত ছিল এবং অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি নামানোর উদ্দেশ্যে আসর বসিয়ে এই গানবাজনা করা হত। আজন নসা পাড়ার ভূমিকার সম্পাদক বলেছেন, "একসময় অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি নামাইবার জন্য পূর্ববঙ্গের গ্রামে সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে এই গানটি গাহিতেন।"⁷ কাজী কন্যার গানের ভূমিকায় সম্পাদক এ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন, "এক সময়ে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান কৃষকসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আচার পালন এই সব গানবাজনা গাহিয়া অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের যে মাসে উত্তরবঙ্গের উত্তর-পূর্বে দশ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রামে ও ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতা হইতে ত্রিশ মাইল পশ্চিমে অনাবৃষ্টিতে গান গাহিবার এই আচরণ অনেককে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেখিয়াছি এই উপলক্ষে গান গাহিতে হিন্দু ও মুসলমান গায়েন ওস্তাদের নিকট উপস্থিত হন, অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করেন। সে নিয়মগুলির মধ্যে একবেলা হবিষ্যান্ন আহার ও মাথায় পাগ পরিয়া সমস্ত রাত্রি ধরে গান মৌন থাকা হিন্দু ও মুসলমান গায়েনদের একই প্রকার ছিল। দুই জায়গাতেই দেখিয়াছি প্রথম দিনেই রাত্রে শেষে বৃষ্টি নামিয়াছিল।"⁸ পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে লোকসংস্কৃতি গবেষকরা এ কথা বলেন গানের শেষে বৃষ্টিপাতের ইঙ্গিত রয়েছে,—

> আয় রে, বৃষ্টি তোর পাওনাদার
>
> > দল হইল ছির।
>
> মেঘের বুকে আকাশ কাটিয়া
>
> > হইল যে দেখির দুপ⁹

কাজী কন্যার গানের কন্যা আয়েশাই বৃষ্টি নামানোর উপায় বলেছে—

> দেখো নাই রে পিরিতি পানি মেঘের কাছে যাও।
>
> বিয়েতে ঘট ভইরা দিয়া পানের মেঘের পাত।
>
> ঘরের উপরে আনি পাত্রী ঢালিবার পাই।
>
> মেঘের দেখা পাঙ কইয়ো আর আপসা নাই।¹⁰

বলনার শেষাংশে বারমাসী গান হিসেবেই পাঁচালীর পরিচিতি দেওয়া হয়েছে—

[illegible] বারমাসী।

যে গান শুনিলে [illegible]

আবার সমাপ্তি অংশের ভণিতায় বারমাসী বলা হয়েছে—

"এইখানে [illegible] বারমাসী গান।

[illegible] গান [illegible]

বারমাসী গানের মধ্যে [illegible] গানের একবার [illegible] পাওয়া যায়—

[illegible] মাসে, [illegible] মাসে, আর মাসে [illegible]।

এই গান তিন দিন গাইলে [illegible]

[illegible] বারমাসী গানের [illegible] একটি [illegible] উল্লেখ করেছেন [illegible] [illegible] বারমাসী [illegible] বারমাসী গান গাওয়া হয়। [illegible] বারমাসী [illegible]

[illegible]

[illegible] ॥ [illegible]

[illegible]

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রাচীন লোক-সাহিত্যে বারমাসী গান পাওয়া যাচ্ছে। কোন সার্বজনীন সত্যের ভিত্তি থাকলে তবেই তাতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বারমাসী গানগুলি ছড়িয়ে পড়েছিল। এটি চিরকালীন জীবনেরই স্বাভাবিক কথা, কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী অনুসারী বৈশিষ্ট্য ভাবিয়া ভিন্ন হয় না। দেশে দেশে বার মাসের বেদনা কল্পনা করা হয়েছে। কোন সার্বজনীন আবেদনের সাথে জড়িত থাকলে একটি গান বহু মানুষের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে অন্য ভাষায় সে রকম ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পল্লী সঙ্গীত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বারমাসী গানগুলির প্রচলনের মূলেও কোন সার্বজনীন আবেদন ক্রিয়াশীল ছিল বলেই মনে হয়। অন্যান্যদের উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কোন গানে বা প্রেম সঙ্গীতে কোন গানের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি থাকে না। আত্মপ্রকাশ গানগুলিতেই বৈশিষ্ট্যের প্রেরণা অন্তর্নিহিত থাকে। পূর্ব-বঙ্গের গায়কদের গান করার পূর্বে হরিনামের প্রথম ইত্যাদির এক বন্দনা সাম্প্রদা। গোয়ালপাড়ার বারমাসী গায়কদের মধ্যে প্রচলিত এক ধরনের বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন ড বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যদি কোনো বারমাসী গায়ক মৃত্যুর সময় এটা বারমাসী সম্পূর্ণকে শুনতে [illegible] তবে তার আত্মারই মুক্তি না পায়।'২১ অর্থাৎ যদি কোন বারমাসী গায়কের মৃত্যুর সময় একটি সম্পূর্ণ বারমাসী গান শুনতে না পাওয়া যা হলে তার আত্মার মুক্তি হয় না।

গোয়ালপাড়ার বারমাসী গানের সঙ্গে কৃষির যোগ কল্পনা করা যায়। কার্তিক-উৎসবের কার্তিক পূজায় অনেক বারমাসী গান গাওয়া হয়।২২ এ অঞ্চলের কার্তিক পূজা মূলতঃ উৎপাদন শক্তির উপাসনা।২৩ সব বঙ্গের কার্তিক উপাসনাও মূলতঃ প্রজনন শক্তিরই উপাসনা। মানুষ এবং মাটির উর্বরতাকে প্রাচীন কালে একই দৃষ্টিতে দেখা হয়। কাজেই বারমাসী গান গাওয়া হলে বৃষ্টি হবে আর পৃথিবী হবে উর্বর উর্বর,—এ রকম ধারণা থেকেই হয়ত কার্তিক পূজায় বারমাসী গান গাওয়া শুরু হয়েছিল। অবশ্য বারমাসী গান শুনলে মানসিক প্রজনন শক্তি বা উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে এমন কথাও বলা হয়েছে গোয়ালপাড়া জেলার একটি বারমাসী গানে,—

'গর্ভবতী নারী যদি এক মনে শুনে।
তার হবে জন্ম সোনা [illegible] ছাওয়াল।'২৪

স্পষ্টতই দেখা যায় মাটি এবং মানুষ উভয়েরই উর্বরতা [illegible] শক্তি বারমাসী গানের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

এখানে লোকসাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত বারমাসীগুলো সম্পর্কেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। লোকসাহিত্যিকরা পণ্ডিত ও [illegible] উল্লেখ করেছেন প্রচুর জনপ্রিয়তার ('great popularity') জন্যই বারমাসী গানগুলো সাহিত্যে স্বীকৃতি গৃহীত হয়েছিল। ঐ বঙ্গদেশী [illegible] একই বিষয়ে,

পাঁচালীর ছন্দে কাব্যের অন্তর্গত মুকুন্দরামের ফুল্লরার বারমাসী, খুল্লনার সত্য-পীরের ছলনায় বারমাসী, সুশীলার বারমাসী, মনসার বারমাসী এবং বৈষ্ণব কবির অন্তর্গত রাধার বারমাসী, বিদ্যাসুন্দর বারমাসী, মিনতা বারমাসী ইত্যাদির কথা উল্লেখ যোগ্য বারমাসী, [illegible] প্রচলিত ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীনতর গীতিকা ও এই পল্লী গাথা গুলি হইতে [illegible] এই সকল বারমাসী গানগুলি গ্রাম্য জীবনের শোক, দুঃখ ও আনন্দের কথা [illegible] প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং [illegible] কবিদের কর্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহাদের কাব্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিল। এইভাবে লোকগীতি হইতে এই বারমাসী গানগুলি [illegible] আপন স্থান করিয়া নিয়াছিল। [illegible] বিশিষ্ট সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ [illegible] বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সাহিত্যিক সৌন্দর্যের জন্য [illegible]।[১৪] [illegible] বৈশিষ্ট্য এবং [illegible] বলে মনে হয় না। [illegible] কৃষিভিত্তিক সমাজে [illegible] জন্যই মঙ্গল গান করা হত। [illegible] বারমাসী [illegible] সমাজে [illegible] বারমাসী গান করা হয়েছিল। [illegible] সময়ে প্রাচীনতর কবিদের [illegible] প্রয়োজন অনুভব করে না। [illegible] এই বারমাসীগুলির সাহিত্যিক সৌন্দর্য [illegible] করেছিল। [illegible] যে বারমাসীগুলির [illegible] সাহিত্যে [illegible] এই মত সমর্থিত হয়েছে, "অন্যান্য ভাষা, অসমীয়া, হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি সাহিত্যে 'বারমাসা' বা 'উৎকলী' কবিতা রয়েছে। এইগুলিতে নায়ক-নায়িকার বারমাসের (কোন কোন ক্ষেত্রে) বা ঋতুর [illegible] বিরহ-বেদনা কেবল [illegible] বর্ণনা আছে।..............[illegible] সাহিত্যে এই বারমাসীর [illegible] 'কাব্যধারা' হইতে এই গুলি আধুনিক ভাষার [illegible] নাই। [illegible] লোকগীতি হইতে। [illegible] প্রাচীনতর লোকগীতি হইতে [illegible] কল্পনা পাইয়া থাকিবেন।"[১৫] তবুও এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

বিরহ বা প্রেম বিষয় মানবিক আবেদন। [illegible] গানগুলির শুধু আধ্যাত্মিক। অথচ বারমাসী গানগুলি নয়। [illegible] দিক থেকে দেখলেও গানগুলিকে নিছক [illegible] প্রেম বা বিরহ সঙ্গীত বলে মনে হয় না।

বারমাসী গানের ভূমিকা সম্পর্কেও এ প্রসঙ্গে একটি নূতন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। রাজমোহন নাথ একজন [illegible] কথা উল্লেখ করে। (পরিশিষ্ট

রচিত। প্রাচীন আসামের [illegible] ভাওয়াইয়া গানগুলো।* কিন্তু এই কারণেই [illegible] লোক-সংস্কৃতির গবেষকেরা যেমন নিজেদের প্রাচীন বাংলাকে খুঁজে পান [illegible] সমাজ-জীবনে [illegible] বলা যেতে পারে। সুতরাং ভাওয়াইয়া গানগুলির গুরুত্ব অসীম। এ প্রসঙ্গে জাগ, বিষহরা, [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান পাওয়া যাবে। গানগুলির [illegible] [illegible] না হলে এগুলো এক দিনেই সমাজে হারিয়ে যাবে না। তবেই প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষিত হবে [illegible]।

উপমহাদেশের একটি অঞ্চলের প্রচলিত ভাওয়াইয়া গান এবং এই গানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও আঙ্গিকের [illegible] প্রাচীন ভাওয়াইয়া গানগুলিকে নির্দিষ্ট আকারের মধ্যে প্রাচীন গান হিসেবে বিশ্লেষণের চেষ্টা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি [illegible] প্রকাশনা [illegible] [illegible] প্রকাশিত হলেও তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বাংলার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব [illegible] উপর অর্পণ করা হয়েছে। [illegible] এই সম্মেলন [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়ায় আমি আনন্দিত। এই সম্মেলনের [illegible] যদি বাংলার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সভা, [illegible] তথা সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমী [illegible] [illegible] [illegible] সাধন করতে পারে, তাহলেই সম্মেলনের [illegible] এবং আমি নিজে কৃতার্থ বোধ করব। এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির একটি দিক বৃহত্তর সাহিত্য রসিক সমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বর্তমান সংকলনে আসাম-উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ২০টি ভাওয়াইয়া গান প্রকাশিত হল। গানগুলি ১৯৭৬ খ্রী থেকে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত। উপত্যকার [illegible] [illegible] জেলার অন্য কোথাও [illegible] [illegible] [illegible] সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন কোন গান [illegible] থেকে দেখা [illegible] তা উল্লেখ করা হয়েছে। আসাম-উপত্যকার ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে [illegible] যে সব আলোচনা হয়েছে সেই সব আলোচনার [illegible] কিছু ভাওয়াইয়া গান [illegible] [illegible] [illegible] সংগ্রহ করতে পারিনি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু ভাওয়াইয়ার সম্বন্ধে আমরা [illegible]। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার দিকে লক্ষ্য রেখে [illegible] [illegible] [illegible] কাজ করতে হয়েছে বলে আমাদের এই সংকলনে দেওয়া গেল না। আগামী সংস্করণে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা রাখি।

[illegible]
বৈশাখ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

[illegible]

উল্লেখপঞ্জী

১. বাংলার লোক-সাহিত্য : [illegible] খণ্ড : ড. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : কলিকাতা : ১৯৬৫ (১৩৭২ সাল) : পৃঃ ৪৫০।
২. বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস : ড. [illegible] চক্রবর্তী : কলিকাতা : ১৩৮৭ : পরিশিষ্ট—ক : পৃঃ ৫৭।
৩. বাংলা মঙ্গল কাব্য : [illegible] ভট্টাচার্য : কলিকাতা : ১৯৫২ : পৃঃ ২২৮।
৪. বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস : পৃঃ ২৮৫।
৫. এই তথ্যটি জানিয়েছেন শিক্ষক মহম্মদ [illegible] অন্তর্গত [illegible] গ্রামের অধিবাসী [illegible]।
৬. প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা : দ্বিতীয় খণ্ড : সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক : কলিকাতা : ১৯৭১ : কাঞ্চন কন্যা পালার ভূমিকা—পৃঃ ৩।
৭. ঐ : তৃতীয় খণ্ড : কমলা [illegible] পালা : ভূমিকা : পৃঃ ১৭৬।
৮. ঐ : দ্বিতীয় খণ্ড : পৃঃ ৯৫।
৯. ঐ : তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ ১৭৭।
১০. ঐ : তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ ১৭৮।
১১. ঐ : তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ ২০৪।
১২. [illegible] লোক-গীতি সংগ্রহ : সম্পাদক ড. [illegible] দত্ত : [illegible] : ১৯৭৪ : [illegible] : পৃঃ ২৩৪।
১৩. প্রাচীন লোক-সঙ্গীত : দীনেশচন্দ্র সেন ও [illegible] মৌলিক সম্পাদিত : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৬৬ : পরিশিষ্ট-খ : পৃঃ ৩১২।
১৪. [illegible] সাহিত্য : [illegible] ও সম্পাদনা [illegible] ঠাকুর : কলিকাতা : ১৯৭১ : [illegible] : চতুর্দশ অধ্যায় : চতুর্থ খণ্ড : ১৪ [illegible] : পৃঃ ১৯৯।
১৫. ভারতের শাক্ত সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য : শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত : কলিকাতা : ১৩৭২ : পৃঃ ২৫।
১৬. [illegible] শ্রী[illegible] দাস, [illegible] শ্রীমতী [illegible] চক্রবর্তী, [illegible] অন্তর্গত [illegible] গ্রামের [illegible] এই তথ্য জানিয়েছেন।

১৭. লোক-সাহিত্য : প্রথম খণ্ড : ডঃ আশ্‌রাফ সিদ্দিকী : ঢাকা : ১৯৭৭ : পৃঃ ২৬১।

১৮. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি : শঙ্কর সেনগুপ্ত : কলিকাতা : ১৯৭২ : পৃঃ ৩৬৬।

১৯. ভারতীয় সাহিত্যের সমালোচনা : ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : কলিকাতা : ১৯৬১ : পৃঃ ২৬।

২০. হিন্দু বিবাহের বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃত মন্ত্রাদির সরল বঙ্গানুবাদ : শ্রীবিজয় বিহারী কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ : শিলচর : ১৩৩৯ : পৃঃ ২৩।

২১. গোয়ালপাড়ীয়া লোক-গীত সংগ্রহ : পৃঃ ২৭০।

২২. এই তথ্য জানিয়েছেন টিকরীটিকিয়া গ্রামের গাঙ্গিনপাড়া এবং শিলচর ইটখোলার শ্রীমতী গীতা গোস্বামী।

২৩. Origin of Kartik worship in the light of a Folk-rite of Cachar : Re-print from Folk-Lore an English monthly devoted to the cause of Indian Folk-Lore Society, in its number, November, 1977, Vol-18, No-11, whole No-214. —Suja Choudhury, Deptt of Folk-Lore Research, Gauhati University, Gauhati-14.

২৪. গোয়ালপাড়ীয়া লোকগীত সংগ্রহ : শিরা বাসমতী : পৃঃ ২৭৩।

২৫. বাংলা গাথাকাব্য : পৃঃ ২৪১।

২৬. লোক গাথাবলী সাহিত্যের পটভূমি ও উৎস : শ্রীগোবিন্দলাল ভট্টাচার্য : কলিকাতা : ১৯৭৬ : পৃ, ৩৩৬।

২৭. সোনামনের গীত : সম্পাদক শ্রীনির্মলমোহন দাস, বি-ই, ডক্টরেট : শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থমালা-৮ : ১৯৪৭ ইং : মুদ্রণাধীন

নৌকাভ্রমণ অনুষ্ঠান

(আলোকচিত্র সম্পাদক কর্তৃক সাময়িকী থেকে গৃহীত।)

শান্তির বারমাসী

ও শান্তি কইলাম দুঃখের সংবাদ
দুঃখ সুখে পালাবো তিন তারে দরদিয়া। ধু।
ওরে কার্তিক মাসেতে শান্তি মাকে সবসময় কইর
ঐ রূপে যৌবন দেখি আমি না জানি কিছু।
ওরে শিখে ঘর সাজিয়া সাধু শান্তি কর মন
শান্তিকুমারী যমুনায় ঘাটে আইতে মরণ।
ওরে এক হস্তে ছুরা চন্দন আর হস্তে তেল
ঘাটাতে যোগাতে শান্তি জল ভরতে গেল।
ওরে জল ভর না শান্তি কইয়া স্নান কর তুমি
সেই ঘাটে ভর জল চৌকিদার আমি
ওরে বাজার কিরইন আগার দিয়া মনার পানকইলাম ঘাট
শান্তি কইলাম জল ভরতে কিসের চৌকিদার
ওরে এক মাস গাড়িলাম শান্তি না পুরাইলাম আশ
ঐ রূপে যৌবন দেখি আসিল আঘুন মাস
ওরে আগুন মাসেতে শান্তি নিবান্নে কাটে ধান
তোমার লাগি আনছি শান্তি যাদের মাদইর পান
ওরে আনছি আনছি ওরে সাধু হইয়া রাখছি তারা কাছে
ঐ না খাইয়া রাখে আইসো ঝাঁকিয়া দিবে হাতে
ওরে এক মাস গাড়িলাম শান্তি না পুরাইলাম আশ
ঐ রূপে যৌবন দেখি আসিলো পৌষ মাস
ওরে পৌষ মাসেতে শান্তি নন্দে পাকে পুরা
তোমার লাগি আনছি শান্তি সরের মধ্যে গুড়
ওরে আনছি আনছি ওরে সাধু খাইয়া যাও তুমি
ঐ না খাইলে কাছে খাইলে ঝাঁকিয়া দিলাইমু
ওরে মাঘে কাতিক শান্তি কইলাম মন্দুর খাইল জল

ঘুমায় আমার পাগিয়া মা খইল কেমন ফুল।
আরে এক মাস গাড়িলাম শাঁখি না পুরাইলাম আশ
ওর রূপ যৌবন দেখি মামনের মাঘ মাস
মাঘ মাসেতে শাঁখি জাড়ের বড় ডর
কড়ু পালংক১১ সাজায়া রইলাম হিঙ্গুলা মন্দিরা ঘর
আরে ধড় পালং সাজাইয়া শাঁখি ফাঁড়ি কান্দন
মন১২ বিধিরে হাঁটিয়া নিল পিড়িলায় সুন্দর
আরে এক মাস গাড়াইলাম শাঁখি না পুরাইলাম আশ
ওর রূপ যৌবন দেখি মামনের ফাল্গুন মাস
আরে ফাল্গুন মাসেতে শাঁখি পূর্ণিমাসের১৩ চান্দ১৪
আশা দিয়া গেছে শাঁখি নাগরের পরাণ
আরে তন্ত্র নাহি জানিরে সাধু মন্ত্র নাহি জানি
কেমনে বান্ধমু১৫ আমি নাগরের প্রাণি১৬
আরে এক মাস গাড়িলাম শাঁখি না পুরাইলাম আশ
ওর রূপ যৌবন দেখি মামনের চৈত্র মাস
আরে চৈত্র মাসেতে শাঁখি গাম্ভীরা কাটে রাও১৭
গাছের বাকল ছাড়ে শাঁখি ছুরাইয়া সর্প গাও১৮
আরে বৈশা আঁতি দওয়ে সাধু বৈশাখ১৯ তার মাও২০
ছাতি পাটিতে২১ যাম সাধু কুরাইয়া২২ সর্প গাও
আরে এক মাস গাড়িলাম শাঁখি না পুরাইলাম আশ
ওর রূপ যৌবন দেখি মামনের বৈশাখ মাস
আরে বৈশাখ মাসেতে শাঁখি দাদার গাছে লোগা২৩
ঘুমায় থাকো আরে শাঁখি ঐ নারান কমলা
আরে ঐ নারাঙ্গি কমলা সাধু খাইতে লাগে মিঠারে২৪
পাড়ের চল খাইয়া আশিয়া লেড়াইরে
আরে এক মাস গাড়িলাম শাঁখি না পুরাইলাম আশ
ওর রূপ যৌবন দেখি মামনের জ্যৈষ্ঠ মাস
আরে জ্যৈষ্ঠ মাসেতে শাঁখি গাছে পাকনা২৫ আম

তুমার থনে আইসাদু[৩৭] শান্তি বাপের গইলডুন[৩৮] বল
অরে মার মার অরে সাধু তাদের দেও নিয়া জলে
ভাসিয়া ভাসিয়া যাইমু[৩৯] সামীর উদ্দেশ্যে[৪০]
আরে এথ মাস থাকিলাম শান্তি না পুরাইলায় আশ
তর রূপ যৌবন দেখি সামনের আষাঢ় মাস
আরে আষাঢ় মাসেতে শান্তি থাকো নয়া[৪১] পানি
আমার নাওত[৪২] আও শান্তি খেলাই উজান ভাটি
অরে তুমার নাওত তুমি রে সাধু আমার নাওত আমি
ঐ নাওর কাণ্ডারী আছইন[৪৩] আপনার স্বামী
আরে এথ মাস থাকিলাম শান্তি না পুরাইলায় আশ
তর রূপ যৌবন দেখি সামনের শ্রাবণ মাস
অরে শ্রাবণ মাসেতে শান্তি থাকো উজান ভাটি
তুমার সাধু খাটাইছইন[৪৪] কাইনচনপুরের[৪৫] মাটি
অরে আমার সাধু কাটাইছইন খালি কাইনচনপুরের মাটি
ভাটিয়াইমু[৪৬] মাথার কেশ অইমু ক্ষেতমতী[৪৭]
অরে বাম নজরে[৪৮] দইখছে শান্তি কান্দিয়া কান্দু চক্ষু[৪৯]
দিনে দিনে অইত মলিন শিরের সিন্দুর
অরে এথ মাস থাকিলায় শান্তি না পুরাইলায় আশ
তর রূপ যৌবন দেখি সামনের ভাদ্র মাস
অরে ভাদ্র মাসেতে শান্তি কান্দিয়া ডিঙ্গিয়া
তুমার সাধু ঘাটে আইছইন[৫০] ডিঙ্গিয়া লও আসিয়া
অরে আশ্বিন মাসেতে শান্তি বচ্ছর[৫১] অইল শেষ
শেষবেশ[৫২] শান্তি অইলা যাই আপন দেশ
তুমি ত পরশ পুরুষ[৫৩] আমি অইলাম নারী
আমার য কি সাইধ্য[৫৪] আছে বিদায় দিতাম পারি
অরে মাকে বাড়ইল[৫৫] ভাইল চাউল রসুই করি খাইও
সেই পথে আইলায়[৫৬] সাধু সেই পথে যাইও
আরে বার মাসের দেশ শব্দ গওরে পড়িয়া

এই গীত রচিয়াছে শ্রীধর বানিয়া
শ্রীধর বানিয়া না অন্য ধরম তার বাপ
যে বা গায় সে বা শুনে খণ্ডে মহাপাপ
তাক বাজে ঢোল[৫৬] বাজে আর বাজে কাঁসি[৫৭]
লোকে জিজ্ঞাসিলে কইও শান্তির বারমাসী।

শ্রীলালমোহন নাথ ও শ্রীঅক্ষয়নাথ মজুমদারের সৌজন্যে হাইলাকান্দি মহকুমার অন্তর্গত লালা শহরের লাগোয়া থেকে সংগৃহীত।

১. শান্তি ২. কন্যা ৩. মনোহর ৪. তোর ৫. যৌবন ৬. প্রাণ ৭. গুরু ৮. আমলকি ৯. গিয়েছেন ১০. বাঁধানো ১১. গর্ভে ধরা ১২. আশা ১৩. অগ্রহায়ণ ১৪. কুমকে ১৫. জিলাপি ১৬. রেখে দাও ১৭. তেতো ১৮. কুয়াশা ১৯. সুপারী ২০. চাল ভাজি ২১. জোড়া পালঙ্ক ২২. কোন ২৩. পূর্ণিমার ২৪. চাঁদ ২৫. সাগর ২৬. প্রাণ ২৭. পাখীরা কূজনে রত ২৮. শরীর ২৯. বেশ্যা? / বৈশ্যা? ৩০. মা ৩১. বুক সমান গভীর জল ৩২. অজ্ঞান ৩৩. ঝড় ৩৪. স্পর্শ করতে ৩৫. পাতা ৩৬. নিক্ষেপ করব ৩৭. গাছ ৩৮. মান ৩৯. উদ্দেশ্যে ৪০. নতুন ৪১. নৌকা ৪২. আছেন ৪৩. নিহত হয়েছেন ৪৪. কাঞ্চনপুর (স্থান নাম) ৪৫. অনুশোচনা করব ৪৬. ? ৪৭. লক্ষণ ৪৮. দুর্গে ৪৯. এসেছেন ৫০. বছর ৫১. শেষ পর্যন্ত ৫২. পর পুরুষ ৫৩. সাধ ৫৪. অনুরোধ করেন ৫৫. এসেছিলে ৫৬. ঢোল ৫৭. কাঁসর।

(২)

শান্তির বারমাসী

বালা পাইতে শান্তি কইলা তুমি সোনার
কেমনে পরদেশী সনে পিরীতি তুমার
কালা কালা কইলা তুমি কালা মাথার কেশ
আমার যদি অইতায় কইলা না বান্ধতায় কেশ
এক হস্তে চুয়া চন্দন আর হস্তে তেল
হাসিয়া খেলিয়া কইলা স্নান করতে গেল
স্নান কর গ শান্তি কইলা জল খাও গ তুমি
যে ঘাটে ভরিতায় জল চৌকিদার আমি
বাজরা মিলাইলা সাধু দিঘী মাঝে বান্ধাইলা ঘাট
শান্তি কইলা জল ভরিতে বিদেশী চৌকিদার
এক মাস বাড়াইলায় শান্তি না পুরাইলায় আশ
সময় ফুরাইয়া গেলা সামনে কার্তিক মাস
কার্তিক মাসের দিনে ধানে ধরে থোর
তুমার যৌবনে কইলা প্রাণ নহে স্থির
স্থির কর সাধু তুমার স্থির কর মন
কালিন্দী যমুনার জলে অইলো মিলন
এক মাস বাড়াইলায় শান্তি না পুরাইলায় আশ
সময় ফুরাইয়া গেলা সামনে অগ্রহায়ণ মাস
অগ্রাহন মাসের দিনে কিষাণে কাটে ধান
তুমার আঁখি আনাইছ কইলা সুনার বাটার পান
আনাছ আনাছ ওরে সাধু খাইমু নাতে হইবো
তুমার দেশের মা বইন পাইলে তারিয়া বিলাইমু
দুষ্ট ভক্তি কইলা তুমি দুষ্টের দুনা দুর্জন
তুমার আমার হইসাব করি মা বইন কেমনে হুন

এত মাস বাড়াইলায় শান্তি না পুরাইলায় আশ
নবরং ছুরত লৈয়া সামনে পৌষ মাস
পৌষ না মাসের দিনে পুষণ[১৫] অন্ধকার
তুমার যৌবন খাইবা কইনা শকুন শগাল
খাউকা[১৬] খাউকা আরে সাধু পাথর বিন্দিয়া[১৭]
তবু না খাইমু আমি ভিন্ন পুরুষ লৈয়া
এত মাস বাড়াইলায় শান্তি না পুরাইলায় আশ
নবরং ছুরত লৈয়া সামনে মাঘ মাস
মাঘ না মাসের দিনে জাড়ার বড় ডর[১৮]
তুলা পালং বিছায়া কইন্যা ছিপড়ুল খাটির ঘর
বিছানা বিছাইয়া কইন্যা জুড়িলা কান্দন[১৮]
ফুল বিঁধরে হাঁসিয়া নিলা বিছনায় সুন্দর
সেইহই চাবরে খাইতে খাইতে সেইহই চলা যে গইয়া[১৯]
কত দিন রাখিমু যৌবন বাবের বেটী হৈয়া
এত মাস বাড়াইলায় শান্তি না পুরাইলায় আশা
নবরং ছুরত লৈয়া সামনে ফাগুন মাস
ফাগুন না মাসের দিনে বসন্তের বাও[২০]
আমের ডালে বসি কান্দিয়া কুকিলে[২১] ডাকে রাও
নুলারে[২২] বরণ কুকিলারে বগার বরণ পাও[২৩]
যথায় আইছেন শান্তির সাধু তথায় চলিয়া যাও
এত মাস বাড়াইলায় শান্তি না পুরাইলায় আশ
নবরং ছুরত লৈয়া সামনে চৈত্র মাস
চৈত না মাসের দিনে রৌদ্রের বড় জ্বালা[২৪]
তুমার ঘরে দেখছি কইনা নারাণি কমলা
দেখছি দেখছি আরে সাধু খাইবার লাগে হুইয়ারে[২৫]
পরার কানি[২৬] দেখিয়া কলিজা[২৭] পুড়িয়া মরবায়া
এত মাস বাড়াইলায় শান্তি না পুরাইলায় আশ
নবরং ছুরত লৈয়া সামনে বৈশাখ মাস

বৈশাখ মাসের দিনে নায়রে নালিতা
সর্বসুখে খায় নালিতা শান্তির পাকে তিতা
নালিতা রান্দিয়া[১৭] কইলাম তুলিলা লইয়া থালে
শান্তির সাধু না রইল ঘরে পরাণিতাম[১৮] থালে
এত মাস বাড়াইলাম শান্তি না পুরাইলাম আশ
নবরং ছুরত লৈয়া সামনে জ্যৈষ্ঠ মাস
জ্যৈষ্ঠ না মাসের দিনে গাছে পাকনা[১৯] আম
আম খাইত কাটাল[২০] খাইত খাইত গাভীর দুধ
সম্মুখে বসিয়া চাইতাম[২১] সাধের চান্দ মুখ
এত মাস বাড়াইলাম শান্তি না পুরাইলাম আশ
নবরং ছুরত লৈয়া সামনে আষাঢ় মাস
আষাঢ় মাসের দিনে খালে নয়া পানি
নৌকা বৈঠা আনাইয়া কইনা খেলাইতাম গাইছালি[২২]
তুমার নাওরে[২৩] তুমিরে সাধু আমার নাওরে আমি
শান্তির সাধু ঘরে আইলে খেলাইমু দুইজনি
এত মাস বাড়াইলাম শান্তি না পুরাইলাম আশ
নবরং ছুরত লৈয়া সামনে শ্রাবণ মাস
শ্রাবণ মাসের দিনে খালে নওয়া পানি
শান্তির সাধুরে খাইছইন কাটা কাইলজ্যন পড়েন মাটি
চান্দ সাধুরে খাইতা কাটা কাইলজ্যন পড়েন মাটি
শাউলিতে মাথার কেশ ছিড়ত গজমতী
বাম কঙ্কণ দুই হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিয়া কইত চুর
দিনে দিনে মলিন অইত সিন্দুর[২৪] সিন্দুর
এত মাস বাড়াইলাম শান্তি না পুরাইলাম আশ
নবরং ছুরত লৈয়া সামনে ভাদ্র মাস
ভাদ্র না মাসের দিনে গাছের পক্কো তাড়ি[২৫]
সারাদিন আর শান্তির সাধু কান্দে[২৬] দিয়া ছাড়ি[২৭]
আইলরে আশ্বিন মাস বছরের শেষ

বিদায় দেও বিদায় দেও কইন্যা যাই আপন দেশ
তুমি ত ভিয়ায়ে পড়্যে আমি ভিন্ন নারী
আমার ঘ কি শক্তি আছে বিদায় দিবার পারি
আইস আইস আমার সাথে গান গাও বসিয়া
ঘরে আছে মা ভইন জিজ্ঞাসি আসিয়া
কি এবে গ বুঝ গ মা কি কয় বলিয়া
ওরা আইছে গান সম্বন্ধ করায় চৈতন্য দিয়া দিয়া
যায় না বন্দরের শান্তি তেরে নাহি পড়ে
যৌবনের ভরে শান্তি আমায় বল কারে
এক হস্তে ছুয়া চন্দন আর এক হস্তে তেল
ধীরে ধীরে শান্তির মায় জানাই দেখাতে দেল
নারায় আসে আইছ রে বাবা কোথায় তুমার ঘর
কি নাম তুমার মাতা পিতার কি নাম কইছেন তর
মাও মহাশির কমলারে পতি বাপ সদাগর
শান্তি কইন্যা কহিছি বিয়া মা নাম সুন্দর
জানিলাম জানিলাম শান্তি এ স্বামী তর
মাথায় কেশ লইয়া প্রাণ করি সম্ভবে হর
যার মাসের তেরো পদ লওয়ে গাঁথিয়া
এই গীত রচিয়া দিছে শ্রীধর বাণিয়া।
শ্রীধর বানিয়া না হয় মরম তার বাপ
যেবা গায় যেবা শুনে খণ্ডে তার পাপ ॥

ফরিদপুর জেলার পালংকাশি গ্রামের অনুগত
পণ্ডিত কালিদাস গায়েন শ্রীশ্রীচন্দ্র সরকার
কর্তৃক সংগৃহীত।

১ শান্তি ২ কন্যা ৩ বলছ ৪ হতে ৫ দিতেছেন ৬ গান বাঁধছেন ৭ নূতন যৌবন ৮ হবে ৯ অজ্ঞান ১০ এসেছি ১১ দেখি ১২ বাক্য কথা বলা ১৩ বহুত ১৪ যৌবনী শ্রীমন ১৫ দেখে দেলদেক ১৬ কিসে

করে ১৭. ভয় ১৮. কান্না ১৯. দাঁড়িয়ে ২০. বাতাস ২১. কোকিল ২২. সোনার ২৩. পা ২৪. জ্বালা ২৫. পেয়ে বা ছুঁতেও পারবে না ২৬. অনেক জিনিস ২৭. হবে ২৮. রান্না করে ২৯. পরিবেশন করা ৩০. পাকা ৩১. কাঁঠাল ৩২. নিমন্ত্রিত [illegible] ৩৩. [illegible] ৩৪. নৌকা ৩৫. [illegible] ৩৬. খাওয়ার উপযুক্ত ৩৭. আসছেন ৩৮. কাঁদে ৩৯. ভাত ৪০. পাত্র ৪১. দেখতে ৪২. কোথা থেকে ৪৩. ভেসে ৪৪. ভোর।

শান্তি কইন্যার বারমাসী

শুন গ শান্তি কইন্যা রূপেতে মনহরা
তর রূপে পাগল হৈলন সাধু সাগর। ধু।
এই মাস বাড়াইলাম শান্তি না পুরাইলাম আশ
নবার ছুরত লৈয়া সামনে কার্তিক মাস
এই ত কার্তিক মাসে ধানে বান্ধে কাইর
যৌবন[৩] শাড়ী মেইল্যা[৪] সাধুর প্রাণ না অয় স্থির
স্থির কর সাউদের কুমার স্থির কর মন
কাঁলিকুয়া[৫] জলের ঘাটে অইলে দরশন
কাঙ্খের ঝাটার ছুয়া চন্দন গামছা[৬] নাইরা লেল
ধীরে ধীরে শান্তি কইন্যা জল ভরিতে গেল
জল ভর গ শান্তি কইন্যা জল ভর গ তুমি
এই ঘাটে না অইলে[৭] জল চৌকিদার আমি
যাহার দিছইন সাগর শাহ শাহের বান্দাইল ঘাটে
সেই ঘাটেতে জল ভরিতে দিসেম চৌকিদার
এই মাস বাড়াইলাম শান্তি না পুরাইলাম আশ
নবার ছুরত লৈয়া সামনে অগ্রাণ[৮] মাস
এই ত অগ্রাণ মাসে উমা মিশিয়ার চলে[৯]
দেখা দিয়া যাও শান্তি নাগরের পরাণ
উকাম[১০] না এই শয়ান্তর[১১] না এই পুশ্যমাসী
কেমনে রাখিব আমি নাগরের পরাণি[১২]
এই মাস বাড়াইলাম শান্তি না পুরাইলাম আশ
নবার ছুরত লৈয়া সামনে পৌষ মাস
এই ত পৌষ না মাসে গগন অন্ধকার[১৩]
তর রূপ যৌবন খাউক শকুন শৃগাল

কাউয়া শালিক শকুন শৃগাল জন্তু অংশে বাঁধি
তবু না অইব আমি ভিন্ন পুরুষের দাসী
এই মাস বাড়াইলায় শান্তি না পুরাইলায় আশ
নবরা ছুরত লৈয়া আমলো মাঘ মাস
এই ত মাঘে না মাসে শীতের বড় ডর
বিছানা বিছাইছে কইনা ছিপাতুল শীতল ঘর
বিছানা বিছাইয়া কইনায় অইয়াছে কাতর
ঘুম নেইনাছ ছইয়া নিল বিছানার সংসার
এই মাস বাড়াইলায় কইনা না পুরাইলায় আশ
নবরা ছুরত লৈয়া আমলো ফাল্গুন মাস
এই ত ফাল্গুন মাসে বসন্তেরই বাও
আম ডালে বসি কান্দে কুকিলার কাচা ছাও
ডাইকিতে ছুইকরে কুকিল উড়িয়া পাড়িয়া
শান্তির সাধ অইলা [illegible] পাইয়া
এই মাস বাড়াইলায় কইনা না পুরাইলায় আশ
নবরা ছুরত লৈয়া আমলো চৈত মাস
এই ত চৈত না মাসে তিতাস্তার পতলার শাক
আনতে কইয়াছ ভাই খাইর গরম বিষ
শরম বিষ খাইয়া কইনা মাতে মা ও ভাই
আর কি দিতায় বিয়া পরবাসীর ঠাঁই
এই মাস বাড়াইলায় কইনা না পুরাইলায় আশ
নবরা ছুরত লৈয়া আমলো বৈশাখ মাস
এই ত বৈশাখ মাসে নয়া যে নালিতা
অর্থাতে খায় নালিতা শান্তির মনে চিন্তা
নালিতা শাক কইনা শান্তিরে লাগিলা খাসে
শান্তির সাধ নাচিতে [illegible] পারশ দিতাম করে
এই মাস বাড়াইলায় শান্তি না পুরাইলায় আশ
নবরা ছুরত লৈয়া আমলো জৈষ্ঠ মাস

এই ত জৈষ্ঠ না মাসে লোকের বড় আনন্দ[১৯]
গাছে গাছে পাইক্যা[২০] রইছে আম কাঁঠল কলা
আম খাইমু কাঁঠল খাইমু খাইমু সাধুর সনে
ঘর অ রইয়া[২১] দেখমু আমি সাধুর চান্দমুখ
এই মাস বাড়াইলাম শান্তে না পুরাইলাম আশ
লগর ছয়ত লৈয়া সামনে আষাঢ় মাস
এই ত আষাঢ় মাসে গাঙ্গে নয়া পানি
আমার নায়ে আইস্য কইন্যা খেলাইতাম ভাইছালি
তোমার নায়ে তুমি সাধু আমার নায়ে আমি
আপন সাধু বাড়ীত থাইলে খেলাইমু মনের ভাইছালি
কার সঙ্গে খেলাইবায় কইন্যা মনের ভাইছালি
তোর সাধু মারা গেইছে[২২] কাইলকান্দ পুরের মাটি
মরে নাহি মোর সাধু আছইন কুশলে
এমত অলক্ষিণ কথা[২৩] কও কি কারণে
যদি মোর সাধু মারা যাইত আপন নিজপতি
রাম লক্ষ্মণ দুই মুঠি শঙ্খ ভাঙ্গিয়া যাইত মাটি
ঘরের পিছে[২৪] ঘাটলায়[২৫] জল ভরিয়া পাইত
শিথের অ সিন্দুর তবে মলিন অইত
তুমরা সকলে আইছ[২৬] দেশ বিদেশে ঘুরি[২৭]
মহাতের মাগী পাইলে এই প্রকারে হয়
এই মাস বাড়াইলাম শান্তে না পুরাইলাম আশ
লগর ছয়ত লৈয়া সামনে শ্রাবণ মাস
এই ত শ্রাবণ মাসে বাইস্যা[২৮] অইল ভর
আকিলুম্মা[২৯] দূরি অইবে ছিপারে মন্দির ঘর
লাগাইয়া রাখব আমি পাটা অ পাটী
সারেঙ্গে[৩০] বসাইয়া রাখব গজমতী হাতি[৩১]
টানাইয়া রাখব আমি লোহার[৩২] শিকল কাঁটি
ঘরেতে জ্বালাইয়া[৩৩] আমি রাখব গন্ধবাতি

জোড়বন্দ শাড়ী রাখছে পৈরেছে পরাইয়া
নানা রঙ্গ পুষ্পহারে[১৮] আমি আতাও[১৯] হাতে লৈয়া
ও কাঁদারে কইন্যা তা শাড়ী এ পড়শী
ধুতিয়া[২০] মাথার আমি সলকড়ী হাতে
চুনিয়া চিড়ন কইন্যা অর্থের শিকল সাঁই
বাপাইয়া[২১] গিলাইল কইন্যা ঘরের পশ্চাতে
জোড়বন্দ শাড়ী কইন্যা না আনিবে চান
অঙ্গরায় সেনা মুখে করে গাঁই হনুমান
এই মাস যাওইয়া শান্তি না পড়াইলাম আশ
নবরা ছুরত লৈয়া গামলে ভাদ্র মাস
এই ত ভাদ্র না মাসে গাছে পাকনা তাল[২২]
নারী হৈয়া এ রূপ যৌবন রাখব কত কাল
কেউই দাবনে আইতে যাইতে কেউই চায়ে রইয়া
আর কতকাল রাখমু যৌবন মুখের বৈরী হইয়া
এই মাস যাওইয়াম শান্তি না পড়াইলাম আশ
নতন ছুরত লৈয়া আসলে আশ্বিন মাস
এই ত আশ্বিন মাসে দশভূজার পূজা
নিশ্চয় জানিলাম কইন্যা সেইত আরে ভজা
এতদিন রহিলাম কইন্যা না পড়াইলাম আশ
বিদায় দেও গ শান্তি কইন্যা যাই আপন দেশ
তুমি হও ভিন্ন দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী
কি আপত্তি আছে আমার বিদায় দিতাম পারি
হুসার ঘাটে বসিয়া কইন্যা সব হারাইয়া যাই
খাজনা যাইবারে আমার কিছু নাই
চাইল দিলাম চাউল দিলাম পাক করিয়া খাইও
যেই দেশের মানু তুমি সেই দেশে যাইও
শান্তি আমি লও গ কইন্যা সাত পুরা হাজার[২৩]
নিশ্চয় জানিও আমি পতি যে তুমার

না যাও না যাও সাধু থাক এইখানে বসিয়া
ঘরে আছইন বৃদ্ধ মা বাপ আসি জিজ্ঞাসিবা
কি কব গ বৃদ্ধ মা বাপ কি কব বসিয়া
যায় খাইছলায়[৪৪] পান সন্দেশ কার টাইন লিছলায়[৪৫] বিয়া
আগের নাটায় চড়্যা চন্দন পাছের নাটায় তেল
ধীরে ধীরে বড়্যা বেটা জামাই দেখতে গেল
কথায়[৪৬] থাকি আইছ পুত্র কথায় তুমার ঘর
কিবা নামটি মাতা পিতা কিবা নামটি তর
মায়ের নামটি কমলাবতী বাপ মহেশ্বর
শান্তি কইনা করছি বিয়া নামটি সুন্দর
ডাইনে[৪৭] দিকে ছিল শান্তি বাম দিকে গেল
মাথার কেশ দুই ভাগ করিয়া পাত্তর দৈয়া[৪৮]
বার মাসের তেল পান লওরে গণিয়া
এই গীত বান্ধিয়া দিছে শ্রীধর বানিয়া
শ্রীধর বানিয়া না জানে ধরম তার বাপ
যে বা গায় যে বা শুনে খণ্ডে মহাপাপ।

> [illegible] সুনার দাস মৌখিক এটা সোহেল সংগৃহীত। [illegible] মহকুমার অন্তর্গত [illegible] নিকটবর্তী [illegible] [illegible] একটি [illegible] গানের পাঠ থেকে লিখিত।

১. মনোহর ২. খবর ৩. দূরবর্তী ৪. রূপে ৫. মাসামী কাল ৬. [illegible] ৭. জল ৮. অনুমান ৯. [illegible] ১০. [illegible] ১১. [illegible] ১২. [illegible] ১৩. [illegible] ১৪. [illegible] ১৫. [illegible] ১৬. [illegible] ১৭. আকস্মাৎ করে ১৮. [illegible] ১৯. [illegible] ২০. [illegible] ২১. যাবে ২২. [illegible] ২৩. [illegible] ২৪. দেখে ২৫. [illegible] ২৬. [illegible] ২৭. [illegible] ২৮. পোষে ২৯. [illegible] ৩০. [illegible] ৩১. [illegible] ৩২. [illegible] ৩৩. আর ৩৪. [illegible] ৩৫. হাটী ৩৬. তোমার ৩৭. [illegible] ৩৮. তোমার/তোমা থাকব ৩৯. [illegible] ৪০. [illegible] করে ৪১. [illegible] ৪২. [illegible] ৪৩. [illegible] ৪৪. খেয়েছিলে ৪৫. নিয়েছিলে ৪৬. কোথা থেকে ৪৭. ডান ৪৮. করল।

কমলার বারমাসী

বন্দনা বন্দু কমলা গো মধু রস বাণী
মধ্যা কালে কমলা গো আইজ্যোত করে পানি। ধু।
শ্রাবণ মাসেতে হায়রে সাধু পালালে
সাধু মত্ত থৈয়া গেলরে নিত্য উপবাস
ভাদ্র না মাসেতে হায়রে দুঃখ অন্ধকার
সাধু মারে থৈয়া গেলরে নিত্য উপবাস
কেঅই চাহরে আরে চৈতে কেঅই চরাত হইয়া
আর কতদিন থাকব তোমার চাহেতে থেমী হইয়া
মাঘ না মাসেতে হায়রে জাড় নামায় শীত
শীতল পাটি বিছাও বইনা গো শিওরে বালিশ
অইচ্ছান থাকিলা পৈতান কইরা ছাড়িতে শান্দন
দুধ তৈলে হইয়া নিল পিঠাগুলা সুন্দর
ফাল্গুন মাসেতে হায়রে বাজার থেকে পাশা
আমমাত্র ভরসা কইয়া যে দুঃখগ আমার বাসা
বাসা কান্দে শাঁও ভাও পাইয়া শয়ম্ভু ছাও
মধ্যা জনিশ্য আইছ বুঝিতা হথায় তেলেশ যাও
চৈত্র মা মাসেতে হায়রে পিরপুক্তর খাইলামরে যাঁক
শাকেতে মাল তিত ন তা খাইয়া যে মাঁচ
তিত খাইয়া কইয়া বাধু কান্দা বাপ ও ভাই
ওয় আওঞ্চ মা পিতাম্বার বিয়া শশুরীর ঠাঁই
বৈশাখ মাসেতে হায়রে জুমিন্তর নালিতা
শাকেতে খাম শাকাংদের নারীর শাস্ত চিতা
হাঁশিয়া বাড়িয়া শয়ারে খাইলাম্ব হইতাম থলে
আপন সাধু দেশে নাইরে পরবাশ বাড়ে
জৈষ্ঠ্যের মা মাসেতে হায়রে গাছে পাকনা আম

আমার দেশে তুমার দেশে যে আম থাকে কান্দনে[৪৯]
এমন বা মাসে থামরে সাইত্যা[৫০] বইছে ভাবে
দুই অগাল ভইরা পাড়া যৌবন ধসের ভাবে
কার্তিক মাসেতে হয়ারে শাদো মনা পাখি
পাঁচ গাঁও শাদু মেয়ে না বাধ্য বসতে উঠানি
সারি শাত মাস যোগে কাইতমা[৫১] আইচ্ছে ডাকে
পাঁচার অ মানদো বন্ধি যাইচ্ছে নষ্কর বাড়ু[৫২]
শাস্তনা[৫৩] মাসেতে হয়ারে শাওইলা[৫৪] বাসেরা পারাম[৫৫]
বাংলা কুমার[৫৬] ডাকে যে শরালি[৫৭] কালাম কালা
শরালি কালাম কালা যাইত অত্ কলান শোর
পাইলে পইযোগ[৫৮] উইঠ্যা[৫৯] বলে ছাওনা[৬০] বানার দেশ
মাঘ না মাসেতে হয়রে পাকে শাকনা তল
জলমারি শকালি[৬১] যৌবন এ শীতল অড় কাল
কেমাই[৬২] চায়ো আরে ছেড়ে কেমাই চায়ো হইয়া
আমা সর্বদিন রাখমু যৌবন লুকোয় বৈরী হইয়া
ফাল্গুন মাসেতে হয়রে নবদুর্গার পূজা
কেমাই মারে কলা ঝাপান[৬৩] এ কেমাই মারে পাড়া[৬৪]
আমার অ বান্ধুয়া যদি থাকিত আমার এ প্রাণে
কইর‍্যা[৬৫] রাখি ঘাটিয়া[৬৬] দিমু মাসে মাসের চানে
চৈত্র[৬৭] না মাসেতে হয়রে পাকে পড়া বাতি
বাইয়া[৬৮] বাইয়া চেনাইল অইলা ৷৷ আইচ্ছে আপন শীত
থাকিত আইত প্রাণেয়া আম তুইরা[৬৯] দিমু খালি
তুমাইরা[৭০] মায়ালি টিকলা কারে দিলাম ডালি
কি কা গ বধুয়া[৭১] মা বাপ দিয়াছে[৭২] বন্ধিয়া
আমার এ বাইচ্ছলাম পান সুপারী আনাইছিল দিয়া দিয়া
বল মাজেরা ছেড়ে পমরে লও আইয়া খাইয়া
সেই শাড়ি বান্ধিয়া দিয়ে শিঙারা[৭৩] বান্ধিয়া
শিঙার বান্ধিয়া নারে পঞ্চাশতীর পাপ,
সে না থাক দেখা শুনে আপন যায় তার পাপ।

—শিবতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা ছড়ার সংকলনের শ্রীমতী শতাব্দী পাল ও অমলেন্দুর কাছ থেকে সংগৃহীত।

১. শ্রাবণ ২. আশ্বিন ৩. পৌষ ৪. চৈত্র ৫. আকাশে মেঘেদের ৬. নামায ৭. ঔদাসের [illegible] সোনিকে নিয়ে ৮. হাঁড়িয়া ৯. ফাল্গুন ১০. কার্তিক ১১. পেয়েছ আমার ১২. দেবে ১৩. জল ১৪. গড়েছে ১৫. কথা বলে ১৬. মনে ১৭. কাঁদবে ১৮. হাতে ১৯. জ্যোতিষ্ক ২০. শাক ২১. বাসা পাতে ২২. মেঘ ২৩. চৈত্রে ২৪. কাঁটাল ২৫. লেখক ২৬. মেঘে ২৭. গায়ে ২৮. শ্রাবণ ২৯. শ্রাবণ মাসের ৩০. চাদর ৩১. পড়া পারবে ৩২. [illegible] ৩৩. [illegible] পাখী ৩৪. উঠে ৩৫. ভাদ্রমাস ৩৬. বাতেন ৩৭. কেন ৩৮. [illegible] শিশু ৩৯. পাকা ৪০. শাক ৪১. জ্যৈষ্ঠ/পৌষ দেব ৪২. কার্তিক ৪৩. [illegible] ৪৪. ফুলে ৪৫. তোমারই ৪৬. বর্ষা ৪৭. পড়েছে ৪৮. আশ্বিন।

কালার বারমাসী

যে মতে[১] মিলাইয়া দিল কালার দরশন
দুই পদে ধরিয়া আমি ভজিতাম চরণ
বৈশাখ মাসেতে কালা নবর[২] নিশি রাত্রী[৩]
নিশা জাগে কোকিল মুই জ্বালার যুবতী
জ্যৈষ্ঠ[৪] তাম্বুল আর মধুর[৫] পিরিতি
ছাড়হ মনের কষ্ট মুই মাগী[৬] আরতী[৭]
বান্ধি না মাসেতে কালা সবে নতুন আর
পাতাইয়া মধু সুখেশ[৮] কৌতুক জুড়িয়া
নবা খাইলাম নবান্ন খাইলাম আর শাকটাই[৯] মধু
যদি সে থাকিত সাধু জুড়াইতাম কইতুক[১০]
সুবেশ দিমু তুলিয়া কালার অঙ্গে অলঙ্কার
গলায় পরাইয়া দিমু কালার গজমতী হার
দুই স্বর্ণ তুলিয়া দিমু সুনার কর্ণবালী[১১]
পরিধান করাইয়া দিমু অগ্নিয়া পাটের শাড়ী
পায়ে পাঁয়জোর[১২] ফেলিমু তর শিরের সিন্দুর
উদ্‌গাইয়া[১৩] ফেলিমু তর চরণের নেপুর
সুরত পাওননা[১৪] আমার প্রাণের নন্দন
পরাণে বান্ধিয়াছি আমার চিত্তে নিদারুণ
আষাঢ় মাসেতে কালা শুনরে খবর
মন সাধু গিয়াছে লঙ্কার সদাগর
সাত মাস ধরে সাধু লঙ্কার সদাগর
আনিয়া বহুত ধন বান্ধিয়া থাইমু ঘর
ধনের কাঙ্গালী সাধু ধনে দিয়াছে মন
তুমি ত হইয়াছ কালা নিশির সকল[১৫]
শ্রাবণ[১৬] মাসেতে কালা পড়িল অবিমাস

আমি কুমারী ছিলে না কর নৈরাশ
কান্দিয়া তর পতিবিনা শীর নাউ বলে[১৫]
দুই হাত বাড়াইয়া কালা তুলি লইমু কূলে
এই মাস যাড়াইলায় কইনায় না পুরাইলায় আশ
লগর হুরত লইয়া আমলো আষাঢ় মাস
ভালা না মাসেতে কালা নয়া জল ধর
নানান পুষ্প ফুটিয়াছে এক অইল কমল
পর্শিয়া[১৮] বান্ধিমু পুষ্প নতুন যাতন
অভাগী কালার যউবন[১৯] কে করে যতন
যাও না ছিলাও যউবন রাখরে বাঁধিয়া
চাঁদসকালে[২০] এরে কালা যাইবায় ছাড়িয়া
আশ্বিন[২১] মাসেতে কালার অইল চঞ্চল মতি
অভাগী কালার যউবন আমি কারে করি দান
হাই রে যাইবন মন অইল ছাদের যাত
চাঁদকালে আরে কালা লইয়া পাইবায় যার
কার্তিক[২২] মাসেতে কালা কাহে করে পুজন[২৩]
নানান পংখী নাম করে ফুলে ভমরা[২৪] আকুল
অগ্রহায়ণ[২৫] মাসে কাদি যাতে শাক শাক মরে
হিহ তুলারিল[২৬] ও কাছে ফিরে যেমন কুকুর
কুড়া পক্ষী কান্দে মনে নাই তর লাজ
কাঁদি[২৭] গুইয়া পুষ্প নিন্দা শুনেত লাগে বাজ[২৮]
আমার পরাণ[২৯] যত আমি কালা জানি
আমার মরমে থাইলে হারাইবায় পরাণী
আর কি রে সাগরে কুমার জালাইলে আগুনী
লইয়া যাইবে সাগরে কুমার পাড়াইবে প্রাণ[৩০]
ফাল্গুন[৩১] মাসেতে কালা তুষের আগুন
কাণ্ডারী থুইয়া দেও কালা তুই অইক কৌন
যাও যাও ওরে কালা কামিনী তর মা

গঙ্গা পানিত যামরে৩৯ কুমার কার্ত্তিক সঙ্গে গা
বাপের বাগানে আছে শতেক গন্ধা গাই
তার দুধি দুগ্ধে আমি ছিনান৪০ নাই খাই
পৌষ৪১ না মাসেরে কন্যা পড়েতে জাড়
তব সাধু গেছে মাধা গন্ধর্ব নগর
গন্ধর্ব নগরে বাইতে পাপী বটে আর
শুনা গেছে সদাগর সাধু না আসিব আর
যদি গেছে মাধা সাধু কালায় নিত্য গাঁথে
পাইলাইও মাথার কেশ ছিড়িত গজমতী
দুই কাইকনা৪২ দুই হাতে শংখ ভাঙ্গিয়া অইত চুর
দিনে দিনে অইত মাথা শাড়ির সিন্দুর
মাঘ না মাসেতে কন্যা নিওরে৪৩ বরিষণ
আজি রাতুরে ধইব ছুরি আলায় সাইবান৪৪
এখন সাইদানি৪৫ মাহে নাইন্দর কুমার৪৬
শাস্তা হাতে নাহি কন্যা বাঁধ একাদরে৪৭
বতন মন্দির ঘরে বাতি জ্বালাইয়৪৮ নিতি
নতুন বাঁশিরবাণ৪৯ শ্রাপ্তা মন্তু৫০ বাহু ত হাতী
পদ্মতাশ৫১ মন মন্থারে৫২ ধরিতে সকলা বান্ধিয়া
যখন মন্দির ঘরে থাকি আমি যে বাঁধিয়া
সেই বাঁশির ঘরে যদি ভিন পুরুষ পাই
শাশীর কাটিয়া তারে খাইয়া ফেলাই
ফাল্গুন মাসেতে কন্যা বসন্ত প্রবেশ
ছাড়ি মন্দিল দেও বিদায় যাই আপন দেশ
তুমি ত ভিন পুরুষ আমি ভিন নারী
তোমারে বিদায় দিতে কন্যার কি বা শক্তি পারি
এত কাঁদিয়া কথা কইতে কন্যার৫৩ ভাঙ্গিয়া পড়ে
চুমা রমণী খাইয়া ফেলা ফেলা কহে
চৈত্র না মাসেরে কন্যা জমিদার কন্যা

ঝাড়িলাম[৭৭] ঝাড়িলাম কালা কুমার সতী-আলা
হাত বাড়াইয়া লও রে কালা সান্ধকরী হাত
চিনিয়া লও রে কালা সন্ধ্যামণী কুমার
আইস আইস ওরে সাধু খাওরে বাটার পান
ঘরে আছে বুড়িমা[৭৮] মাই বাপ ভিন তানির[৭৯] নাম
হাতে দিলা চুয়া চন্দন মাথায় দিলা তেল
হাসিতে খেলিতে কালা বাপের বাড়ীত্ গেল
ওপর বুড়িমা মাই বাপ হর কি কর বসিয়া
কার খাইলাম পান গুয়া না চিনিয়া[৮০] দিলাম দিয়া
বাপ না শ্বশুরের কন্যা তোর নাহি ঘর
না জানি সংবাদ[৮১] কলার মাত্রে কলাই শত্রু
হাতে লইয়া আইলা লাঠি[৮২] আগুনে[৮৩] দেওয়া ঝাঁকি
ধীরে ধীরে যায় বড়া জামাইরে দেখিতে
কন্যায় ডাকিয়া[৮৪] আল্লাহ পানা কুন দেশে ঘর
কিবা নাম তর মাতা পিতা কুন দেশে ঘর। (কি বা নাম তোর?)
কন্যাই আমার বাড়ী ছিল আমলতার ঘর
কোলাকোলা নাহি খাইব বাঁদর সমতার
মাও নাম জোবারতী[৮৫] বাপ মকুল দাস
সতী কইন্যা কইরাছি গিয়া প্রথম বৈশাখ মাস
ঝাড়িলাম ঝাড়িলাম কালা কুমার নিজ পাঁচ
আউলাইয়া মাথার কেশ করই ঝকাউ
হস্তে করি মশারির কুমার সই পাও
মাথার কেশ দইয়াও করি গড়াইয়া[৮৬] সর্ব পাও।

শ্রীরমেশ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
লোকনিকেতন, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-১

১. মোরে ২. সর্ব ৩. বাঁচি ৪. নবলা ৫. মগুর ৬. ঝাঁপি ৭. সারথি?/ সত্যত? ৮. সব সময় মৃদুস্বরে ৯. গাভীর ১০. চৌপুর ১১. কালো অন্ধকার ১২. মাথে ১৩. লাথি মেরে ১৪. যৌবন ১৫. স্বপন ১৬. শ্রাবণ ১৭. বাহু বাজে ১৮. গোঁথে ১৯. যৌবন ২০. বৃন্দাবনে ২১. আশ্বিন ২২. কার্তিক ২৩. গণ্ডগোল ২৪. ভ্রমর ২৫. মালতী ২৬. চাঁন্দনীর ২৭. সতী ২৮. বাজে কথা ২৯. আহার ৩০. প্রাণ ৩১. অগ্রহায়ণ ৩২. করে বাধা ৩৩. দুপায় ৩৪. পৌষ ৩৫. লক্ষণ ৩৬. কুয়াশা ৩৭. যৌবন ৩৮. শয্যা ৩৯. নন্দের কুমার ৪০. একা ৪১. জমানীর ৪২. দেশে ৪৩. কষ্ট ৪৪. পঞ্চাশ ৪৫. দোহার ৪৬. শাল ৪৭. বৃন্দাবন ৪৮. দুঃখ ৪৯. জিজ্ঞাসা করব ৫০. কার সংগে ৫১. অনেক ৫২. নারী ৫৩. কাঁদে ৫৪. কোথা থেকে ৫৫. কলাবতী? ৫৬. পা ৫৭. দাঁড়িয়ে দেখ।

নারীর বারমাসী

লাইলা প্রভু, রইল অ কার মন্দিরে মন্দিরে ও প্রভু ॥
জেষ্ঠ১ মাসে মিঠা গন্ধ
আষাঢ়ে বারিষার জল
শ্রাবণ মাস গেল নারীর আন্ধার আতরে
ভাদ্র মাসে আউলাইল্২ কেশ
আশ্বিনে৩ বারিষার শেষ
কার্তিক মাস গেল নারীর নাইওরে নাইওরে
অঘ্রায়ণ৪ মাসে নতুন ধান
পুষ্যেন৫ মাসে জুড়িল্ প্রাণ
মাঘ মাইয়া৬ শীতে নারীর অন্তরে অন্তরে
ফাল্গুন৭ মাসে শরীল৮ কালা
চৈত্র মাসে রৌদ্রের৯ জ্বালা১০
ধৈর্য নাহি মানে অ কাল বৈশাখে১১ বৈশাখে
পাড়িল্১২ নারীর বারমাস
নারীর সাধ্ পরবাস
এই শেষ কইল নারীর অন্তরে অন্তরে
শঙ্খ১৩ বাজে ঘন্টা বাজে আর বাজে কাঁসি
মনুকে জিজ্ঞাসিলে কইয়ো নারীর বারমাসী।

শিলচর মহকুমার অন্তর্গত চিকোবাঁধা গ্রাম থেকে সংগৃহীত। গায়িকা ঃ—শ্রীমতী ফুলমালী দেব, পার্বতী নাথ, অম্বালা নাথ, সরোজিনী নাথ।

১. জ্যৈষ্ঠ ২. এলোমেলো ৩. আশ্বিনে ৪. অগ্রহায়ণ ৫. পৌষ ৬. মাঘ মাসের ৭. ফাল্গুন ৮. শরীর ৯. রোদের ১০. জ্বালা ১১. বৈশাখে ১২. পূর্ণ হল ১৩. শঙ্খ।

সুকিন্না কইন্যার বারমাসী

উপনিয়াব কার্তিক মাস রে যাবে জলা কইত্র
হা রে দুশ দুরন্ত দেশিয়া আশি না লয় শিরু
শাঁতি সুকিন্না রে ।। ধু ।।
শুন শুন সাউদের কুমার শান্ত কর মন
সুকিন্ন সু যমুনার ঘাটে যাইয়ে মরণ
সুখের বাগিচ ছুরা চন্দন গাছের বাইয়ার তেল
খোঁপায় বাঁধিয়া কইন্যা জল ভরিতে গেল
জল ভর সুকিন্না কইন্যা জল ভর তুমি
যে ঘাটে জল ভরতে যাও চৌকিদার ও আমি
বাজার দেওয়া গঙ্গা বাঁধি সাজিল বান্ধাইলাম ঘাট
সুকিন্না কইন্যা জল ভরিতে কিসের চকিদার
এই মাস থাকিয়া কইন্যা না পুরাইল আশ
নকটে হুকাত দেখা সামনে আগুন মাস
আইলত আগুন মাস রে মাঠে পাকনা ধান
নারীর সাধু নাইরে ঘরে কে কাটিব ধান
থাকো থাকো হাসিয়ে ধন মাসেক ধরিয়া
আইলে সুকিন্নার সাধু আনাইমু কাটিয়া
এই মাস থাকিয়া কইন্যা না পুরাইল আশ
নকটে হুকাত দেখা সামনে পৌষ মাস
আইলত পৌষ মাস ঘুমাইও পড়ে হুড়ে
কর সাজিয়া আনছি কইন্যা মাত্র পাম্বা রস
তুমার আনছ মরে সাধু নাইল, নাহা হৈমু
তর মা কইল পাইয়া ভাসিয়া দিলাইদ্রু
ইতর বাড়ি সুকিন্না কইন্যা ইস্তা মনি বল
তুমার আমার গলের দেখা মা মইল কেনে ভুল

মেলা যাইত শাইলেয়া কুন্দার জামপুরী তত মা
শাড় দিয়া ছিমান সাগর অরুয়াউস মর্ম গা
এই মাস বাড়িলায় কইনা না পুরাইল আশ
নগর ছাড়ত লৈয়া সামনে মাঘ মাস
আইলত মাঘ মাস শাড়ুন-দর তুর
লেপ তুষক বিছান কইলাম ছিপছের মাঁকর মত
লেপ তুষক বিছাইয়া কইনা অড়াইলা থাম্মন
তুন দেখিয়া হাঁইয়া নিলাম বিছানার সুন্দর
লেপ তুষক বিছাইয়া কইনাম বালিশ লইল তুলো
বরদেশ ও বুকইআলা বালিশ ভুলাইতে না পারে
এই মাস বাড়িলায় কইনা না পুরাইল আশ
নগর ছাড়ত লৈয়া সামনে ফাল্গুন মাস
আইলত ফাল্গুন মাস কিতাবে জাগাইল উতাস
নাটির সাধু নাইরে ঘরে কে জলাইত উমা
এই মাস বাড়িলায় কইনা না পুরাইল আশ
নগর ছাড়ত লৈয়া সামনে চৈত মাস
আইলত চৈত মাস উত্তোলিম্ব মাটি
তব সাধু থাইকে কাটা নারাইলমাঝ মাটি
যদি সাধু থাইত কাটা নারাইলাজর মাটি
আউলাইতাম মাথায় কেশ ছিড়ত গজমতি
দিনে দিনে মলিন অইল সিথির সিন্দুর
অবে যে জানিতাম সাধু গেছইন সমুদ্র
এই মাস বাড়িলায় কইনা না পুরাইল আশ
নগর ছাড়ত লৈয়া সামনে বৈশাখ মাস
আইলত বৈশাখ মাস জামিত পড়ে নারিয়া
সর্বসুখে খায় নারিকেল নারীর পাকে জিরা
লেম শাক পাড়িয়া কইনায় বাড়িয়া থইল থালে
নারীর সাধু নাইরে ঘরে ভাগাই দিতাম কারে

এগার মাস বাড়িলায় কইনা না পুরাইল আশ
নবরং ছত্তর লৈয়া সামনে জ্যৈষ্ঠ মাস
আইলত জ্যৈষ্ঠ মাস গাছে পাকে আম
নারীর সাধ্‌ নাইরে ঘরে কে খাইত আম
আম খাইত কাটাল খাইত খাইত গাভীর দুধ
হিংগুল মন্দির ঘরে বাস করিতাম মনের সুখে॥
এগার মাস বাড়িলায় কইনা না পুরাইল আশ
নবরং ছত্তর লৈয়া সামনে আষাঢ় মাস
আইলত আষাঢ় মাস খালায় নজায়১৫ পানি
ঢেল কইরা আমার সংগে খেলাইতাম ভাইঝালি
তুমি ত তুমার নায়ে আমি ত আমার ডালি
থাইলে কুঞ্জিলার সাধ্‌ খেলাইতাম ভাইঝালি
এগার মাস বাড়িলায় কইনা না পুরাইল আশ
নবরং ছত্তর লৈয়া সামনে শ্রাবণ মাস
আইলত শ্রাবণ মাসরে গাঙে চলে নাও১৬
আজি রাতে অইবে চুরি কুঞ্জিলার মন্দির
এমন সাউদের সতী ঘুমে না কাতর
কাড়া১৭ হাতে লৈয়া থাকি রাতি চাইর১৮ প্রহর
মগেতে জ্বালাইয়া১৯ রাখি মমেরা২০ পাঞ্চবাতি
দুয়ারে বান্ধিয়া২১ রাখি নাগের মতন২২ হাতী
চারি প্রহর রাতে যায় সমান নাই
বান্দিয়া কাটিয়া তারে স্পউদুর২৩ পাঠাইবন
পাকড়াইয়া২৪ নিয়াইমু তুমার মনের পাঞ্চ বাতি
কান্দাইয়া২৫ কাটিমু তুমার নাগের মত হাতী
বাড়ুয়া২৬ মনের খেড়া না সহিবে আর
ঝম্পা দিয়া পড়মু যেমন লঙ্কায়২৭ হনুমান
এগার মাস বাড়িলায় কইনা না পুরাইল আশ
নবরং ছত্তর লৈয়া সামনে ভাদ্র মাস

আইলত ভাদ্র মাস পাকিলো পাকে তাল
নারী লৈয়া নাচের খোলা রাখছাম কতকাল
কেউ চাদরে আইছে লাইছে কেউ চাদরে লইয়া
এত কতকাল রাখছাম খোলা নয়নেতে ভুলাইয়া
আইলত আশ্বিন মাস দিতীয়ার[৩০] উঠে[৩১] চান[৩২]
দেখ্যা দিয়া যাব কইনা মনাগের প্রাণ
উজান লইয়া ভাটিল[৩৩] নাইয়া নম্বাণ[৩৪] আমি জানি
কেমন করি থাক সাধু তুমার প্রাণি[৩৫]
এত মাস বাড়িলায় কইনা না পূরাইল আশ
নবরং ছলত লৈয়া আসলো কার্তিক মাস
আইলত কার্তিক মাস গাছের গুয়া বাড়িল[৩৬]
আইড়া আইতুরা সুন্দর সাধু কান্দে দিয়া হাত
আগের বাটায় চুয়া চন্দন পাছের বাটায় তেল
শত্রু যাত্রা নারী লৈয়া পাইয়াছে শেষ
ভুবনে[৩৭] অইছে আইস সাধু শুধা তুমার ঘর
কিবা নাম তুমার মাতা পিতার কিবা নাম তুমার
ভাটি অঞ্চলে[৩৮] আইছি আমি শুন দিয়া মন
বাপের নাম গঙ্গাধর মায়ের নাম শাইনাচন[৩৯]
ভাইর নাম গোবিন্দদাস আমার নাম সুন্দর
কার্তিকে কাঁদাম দিয়া ভুবিলা সুন্দর
বার মাসের তের পদ লওরে গাঁথিয়া
এই গীত বাঁধিয়া দিল কুটিন বানিয়া
কুটিন বানিয়া নাচে হইলা তার বাপ
যে পড়িবে যে গাইয়াছে তোমারিয়া[৪০] যায় পাপ।

শ্রীহরিচরণ বাড়ী কর্তৃক বাগাড় জেলার
সোনাই অঞ্চল হেতে সংগৃহীত।

১. পশ্চিমের ২. জৌগিবার ৩. পাঁচালো ৪. আহরারণ ৫. কুড়ানো ৬. শক্ত ৭ পাথা ৮. ? ৯. তোমাক ১০. তেজো ১১. সাম্প্রতিক কথা ১২. ধান মাড়াই এর সময় গাছগুলা দেওয়ার জন্য গড়েন তোলা আজকাল ইটের। ১৩. শক্ত ১৪. মূল ১৫. পাল এবং পাহারা ১৬. জন ১৭. পাঁজা ১৮. চষ ১৯. কয়াশিয়া ২০. মোহের ২১. তোর ২২. ? ২৩. ? ২৪. পাঠাই ২৫. খলার আগাছে ২৬ বাড়ি দিতে ২৭. মদ্দ ২৮. মজুরেরা ২৯. নিড়ানীয়া ৩০. উঠে ৩১. চিত্র ৩২. জাতি ৩৩. ? ৩৪. ধান ৩৫. পাওয়ার উপযুক্ত ৩৬. কোথা ৩৭. থেকে ৩৮. কাপুর ৩৯. পাকুড়?

সীতার বারমাসী

রামের সঙ্গে সীতা বন্দি অনুজ লক্ষণ
তার পরে বন্দি আমি ভরত শত্রুঘ্নর
একে একে বন্দি আমি সবাকার চরণ
প্রণতি করিয়া বন্দি শ্রীরামের চরণ
বৈশাখ মাসের দিনে সকলে আনন্দ হয়
রাম হইবা নরপতি সর্বজনে কয়
আজি রামের অভিষেক[১] কাল হইবা রাজা
গাছের বাকল[২] পরিধান শিরে ধরে জটা
রাজেরে পাষণ্ড বিধি দৈবের লক্ষণ
ভরতেরে রাইখা দিয়া রাম গেলা বন
অনেক মিনতি করইন ভাই শত্রুঘন
সইয়ারাও[৩] কাননে রাম না আসিলা ঘর
এই মত রামচন্দ্র কাঁদিতে চিন্তিতে
পিছু থাইকা[৪] পাঠিবাতে[৫] রাম সবে বলে
এই মত রামচন্দ্র ছাড়িলা অযোধ্যা[৬] নগর
তার পাছে অনুগামী সীতা আর লক্ষণ
জৈষ্ঠ না মাসের দিনে প্রভুর সহিতে
দেখিলা সুন্দর হিরণ পাথরে খেলিতে
এই মত রাম গেলা হিরণ শিকারে
সীতার দুঃখভার[১০] লক্ষণ সহিত না পারে
এই মত লক্ষণ চলিলা রাম অন্বেষণে[১১]
শূন্য গৃহ পাইয়া সীতা হরিল রাবণে
যাত্রা প্রভু রামচন্দ্র দেখা লক্ষণ
উদ্দেশ না পাইলাম প্রভু কি না গতি মোর
কর্মফলে বন্দী হইলাম রাইক্ষসের ঘর

লঙ্কার রাবণ রাজা বড় দুরাচার
নির্জন করেছে সীতা রাখিল কারাগারে[৩২]
আহা প্রভু রামচন্দ্র সংসারের সার
এত মাস গেলো সীতা না হইলা উদ্ধার[৩৩]
আষাঢ় মাসের দিনে মেঘ গরজন
আষাঢ় মাসের ঘন মেঘে ঢাকিল গগন
আহা প্রভু রামচন্দ্র সংসারের সার
এত মাস গেলো সীতা না হইলা উদ্ধার
শ্রাবণ মাসের দিন বাড়িল প্রহর
ঘন রাও আছে মিতল শরীরেতে মধুর[৩৪]
ঘন রাও আছে মিতল শরীরেতে সুশীতল
নিশা হেন সীতা জাগেন কমলার পরতি[৩৫]
আহা প্রভু রামচন্দ্র সংসারের সার
এত মাস গেলো সীতা না হইলা উদ্ধার
ভাদ্র না মাসের দিন ভাবিতে চিন্তিতে
এরূপ যৌবন সীতা রাখিবা কিমতে[৩৬]
এই মত সীতা দেবী জুড়িলা কান্দন
শুন বিধিয়ে হইয়া নিলা পাতালের মন্দর
আহা প্রভু রামচন্দ্র সংসারের সার
এত মাস গেলো সীতা না হইলা উদ্ধার
আশ্বিন মাসের দিন আমি দেখিলাম স্বপন
সমুদ্র লাফিয়া[৩৭] আইলা পবনের নন্দন
শুনিয়া রামের কথা[৩৮] মনেতে বিকল
দিবানিশি পরাণ[৩৯] কইলা কাঁদিয়া কান্দন
আহা প্রভু রামচন্দ্র সংসারের সার
এত মাস গেলো সীতা না হইলা উদ্ধার
কার্তিক মাসের দিন অন্তরে উদয়
সীতারে উদ্ধার কর প্রভু দয়াময়

রামের ঘরণী সীতা জনম দুঃখিনী[১০]
কত দিন রহিব দেখা প্রভুর সহিত
আহা প্রভু রামচন্দ্র সংসারের সার
এত মাস গেলা সীতা না অইলা উদ্দার
অগ্রানে[১১] মাসেরে দিনে হিমালিকার বাও[১২]
যার যার পতি আছে সঙ্গে নিয়া যাও
যার যার পতি আছে সুখে যায় তার রাতি
আমি যে দুঃখিনী সীতায় একেক দুর্গতি
আহা প্রভু রামচন্দ্র সংসারের সার
এত মাস গেলা সীতা না অইলা উদ্দার
পউষরে[১৩] না মাসেরে দিন হিমালিকার কাড়ে বাও
চুয়া চন্দন লইয়া অঙ্গেতে লাগাও
চুয়া চন্দন লইয়া অঙ্গেতে লাগাইয়া
কান্দার ভেলা দেখি রাম অইলা কান্দিয়া
আহা প্রভু রামচন্দ্র সংসারের সার
এত মাস গেলা সীতা না অইলা উদ্দার
মাঘ মাসের দিন মন্দদরী বলে
মন্দদরী বলে রাজা তুমি এ কি কর্ম করলে
রাম ত মনুষ্য না অয় স্বয়ং মুরারী
সীতা ত মনুষ্য না অয় রাজ রাজেশ্বরী
সীতা হরণে[১৪] গেলা তুমি প্রতিজ্ঞা ছাড়ি
অবশ্যই রামের হাতে যাইবেনা মরণ
আহা প্রভু রামচন্দ্র সংসারের সার
এত মাস গেলা সীতা না অইলা উদ্দার
ফাল্গুনে মাসেরে দিন রাম সমুদ্র অইলা পার
উঠিল বাজনা রাজার গর্জনা অহংকার
রাম রাজার যত লোকে ছাড়া পাবাতে পড়ি
প্রথম বাণে নিবাইলা[১৫] লক্ষণে কুমার ইন্দ্রজিৎ

ইন্দ্রজিৎ পড়িল রণে আমার লঙ্কা হইল খালি
লঙ্কার মাঝারে[২৬] ক্রন্দইন রাণী মন্দদরী
আহা প্রভু রামচন্দ্র সংসারের সার
এই মাস গেলা সীতা না হইলা উদ্ধার
চৈত্র না মাসের দিনে রামে কি বা কৈলা[২৭] মন্দ
রাবণরে মারিয়া রামে কইলা[২৮] খণ্ড খণ্ড
রাবণরে মারিয়া রামে হইলা আটি কুণ্ড
সাগর সেতু বন্ধন করি রামে সীতা উদ্ধার করে
বার মাসের তের ফল লওরে বাঁধিয়া
এই গীত রচিয়া দিছে শ্রীধর বাণিয়া
শ্রীধর বাণিয়া না ভয় ধরে তার বাপ
যে বা গায় যে বা শুনে খণ্ডে মহাপাপ।

পশ্চিম কাটাখালী গ্রামের শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র
মালাকারের ঘর থেকে সংগৃহীত।

১. নিস্তার ২. শুদ্ধ ৩. আঁধার ৪. বন্ধন ৫. সত্বর ৬. থাকা ৭. গমন করিতে ৮. অযোধ্যা ৯. মাথ ১০. শূর্পণখা ১১. আশ্রমেতে ১২. কলঙ্ক ১৩. উদ্ধার ১৪. মধ্যে ১৫. অন্তঃপুরে ১৬. কি ভাবে ১৭. নাচনে কাছে ১৮. কথা ১৯. গোদারে ২০. মন্দোদরী ২১. অগ্রহায়ণ ২২. হিজল গাছতল ২৩. পৌষ ২৪. মাঘমাস ২৫. ? ২৬. মাঝারে ২৭. করলেন ২৮. করে ফেললেন।

(২)

সীতার বারমাসী

আরে হ হনুমান বীর
রামের ভাবিয়া সীতার ঝরএ শরীর। ধু।
বৈশাখ মাসেতে রামরে নানান পুষ্পরস
রাজা হইতাং রামচন্দ্র সর্বলোকে বশ
হায়রে পাষাণ বিধিরে দৈবের লিখন
কৈকেয়ীর দিয়া আইজ্ঞা রাম আইল বন
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে রামরে হাসিতে খেলিতে
দেখিলাম সুনার মিরগ পাশাতে খেলিতে
সুনার বরন মিরগ না হয় স্বপনে দেখি যায়
রাখে না আঁখিও মিরগ হস্তে ধরি আন
মিরগ মারিবারে গেলা শ্রীরাম লক্ষণ
শূইন্যা ঘরে পাইয়া সীতা হরিল রাবণ
আষাঢ় মাসেতে রামরে ঘনে বরিষণ
কুথা গেলা প্রভু রাম দেওর লক্ষণ
উদ্দেশ না পাইলাং প্রভু কিবা যুক্তি মন
কর্মদোষে বন্দী হইলাম রাবণের ঘর
শ্রাবণ মাসেতে রামরে বরিষা প্রচুর
সুবাসিত বাও বায়রে স্বামীর প্রচুর
সুবাসিত বাও বায়রে স্বামীতে সুবাসিত
নিশীথে কমল পুষ্প ফুটে ত চৌদিক
ভাদ্র মাসেতে রামরে ভাবিতে চিন্তিতে
কব্যুত যৌবন সীতা রাখিবা কি মতে
বলে আর মহাপ্রভু প্রাণ হইলাং আধা
আমারে ছাড়ি প্রভু রাম বুঝ দেশে বাঁচা

আশ্বিন মাসেতে রামরে দেখিলাম স্বপন
সমুদ্র লাঙ্গিয়া আইল পবন নন্দন
শুনিলাম প্রভুর বার্তা মনে বিস্ময়
আইল নিশি পুহাইলে সীতায় কান্দিয়া ক্রন্দন
হস্তের অঙ্গুরী পাইয়া দিলা এক ঝাড়া[১৬]
এক রাতে লঙ্কাপুরী কাটিল বাহন
বান্দর জ্বালাইল[১৭] লঙ্কা সর্বলোকে কয়
আশ্চর্য্যা[১৮] সীতার সহিত হয় কি না হয়
কার্ত্তিক মাসেতে রামরে অধিক উদয়
সীতারে কাটিলা উদ্ধারি[১৮] প্রভু দয়াময়
অঘ্রান মাসেতে রামরে জাগিল বড় ভয়
দিনে খাইতে নাহি ছাড়ে সীতার অঙ্গের সংশয়
সমুদ্রের জলে সীতা ঝম্প পাড়িল[১৯]
যমুনার তরঙ্গ দেখি কাঁপিয়া রহিল
পৌষ মাসেতে রামরে জাড়ে আড়[২০] ছাড়ে
যার যার পতি আছে চলে এক সঙ্গে
যার যার পতি আছে সাথে কাটায় দিন
আমি মন্দ অভাগী সীতা জনম দুঃখিনী
মাঘ মাসেতে রামরে সেতু হইলা পার
ছাড়িল রাবণ রাজা কাঁপে হায় হায়
প্রথমে হাজিরে[২১] গেলা বীর ইন্দ্রজিৎ
তার মুণ্ড কাটি রামে পাঠাইলা[২২] ভূমিতে
রাইতের কালে শাইতোম্বারী[২৩] ইন্দ্রজিতের নারী
পত্র সাঁজে[২৪] হইয়া আইল রাণী মন্দোদরী[২৫]
ফাল্গুন মাসেতে রামরে মনে দিলা মন
কাটিলা রাবণ রাজা কইরা[২৬] খণ্ড খণ্ড
কাটিলা রাবণ রাজা কইরা খাঁড়ি খাঁড়ি[২৭]
বিভীষণে বসাইলা লঙ্কা অধিকারী

চৈত্র মাসেতে রামের দুঃখ অইল শেষ
সীতা লৈয়া রামচন্দ্র যাইন আপন দেশ
ঢাক বাজে ঢোল বাজে আর বাজে কাঁসি
দুঃখে জিজ্ঞাসিলে কইয় সীতার বারমাসী
বারমাসের চৌদ্দপদ লওরে গাঁথিয়া
এই গীত বাঁধিয়াছে শ্রীধর বাণিয়া
শ্রীধর বাণিয়া না অয় অধম তার বাপ
যে না গায় যে না শুনে খণ্ডে মহাপাপ

—শ্রীগোপালমোহন নাথ ও শ্রীরাজমোহন মজুমদারের
সৌজন্যে হাইলাকান্দি মহকুমার লালা শহরের
অপ্রকাশিত [illegible] থেকে সংগৃহীত।

১. শাপ গ্রস্ত ২. দুঃখের ৩. সর্বলোকে ৪. যাত্রা ৫. গমন করেন ৬. মৃগ ৭. কোথায় ৮. দেখে ৯. দেন ১০. কর্মদোষে ১১. রাক্ষসেরা ১২. কি রূপে ১৩. করলেন ১৪. দোহারা ১৫. লাফ ১৬. জড়াজড়ি দিল ১৭. আজ ১৮. উদয় ১৯. প্রকাশন করলেন ২০. ? ২২. দুঃখ করতে ২৩. ফেলে দিলেন ২৪. রাজেশ্বরী ২৫. মন্দোদরী ২৬. করলেন ২৭. টুকরো টুকরো।

রামের বারমাসী

মা গ দেশে গেলাম না
দেশে গিয়া কৌশল্যারে মাও বলিলাম না
মা গ দেশে গেলাম না। ॥ ধু ॥
রাম কান্দিইনা বলে বনে গ ভরত ফিরিয়া দেশে
এ যে সীতারে হরিয়া নিল রাবণ রাক্ষসে
অভাগে কান্দিতে রাজা গ মা গ পিতার মনে আশা
কোন কালে বিমাতায় বনবাসে দিলা
বৈশাখ মাসেতে মাও গ মা গ আমি হইতাম রাজা
পিতাকে ভুলাইয়া সইতা দুই বর মাগিলা
এক বরে ভরতেরে গ মা গ দেও রাইজ্য ভার
আর বরে রামকে পাঠাও কানন মাঝার
দুই বরে দুই বর মা গ ছিল পিতার কাছে
সময় পাইয়া মায়ে দুই বর মাগে
জ্যৈষ্ঠ না মাসেতে মাও গ মা গ আমি বনবাসে
হা রাম বলিয়া পিতার পরাণ ত্যাজিলা
আমি রইলাম বনবাসে গ মা গ ভরত মাতুল পাড়া
চারি পুত্র থাকিতে রাজা হইলা বাসি মরা
আষাঢ় মাসেতে মাও গ মা গ পঞ্চবটি বনে
সূর্পনখার নাক কান কাটিলা লক্ষ্মণে
সূর্পনখা চলি গেলা গ মা গ রাবণের কাছে
সীতারে হরিতে চুরি যুক্তি দিল কানে
শ্রাবণ মাসেতে মাও গ মা গ বনে বরিষণ
শূন্য ঘরে পাইয়া সীতা হরিল রাবণ
ভাদ্র না মাসেতে মাও গ মা গ লক্ষ্মণ কাঁদিয়া
সীতার লাগিয়া আমি হইলাম দিশাহারা
পরেতে পাইলাম মাও গ মা গ সুগ্রীবের দেখা

অগ্নি জ্বালি সুগ্রীব সনে করিলাম মিতা
আশ্বিন মাসেতে গেলাম গ মা গ কিষ্কিন্ধ্যা নগরে
বালীকে মারিয়া রাজ্য দিলাম সুগ্রীবেরে
রহিবার ঘর দিলাম মাও গ মা গ দিলাম ছত্রদণ্ড
তারা নারী দিয়া সুগ্রীব করিলাম তুষ্ট
কার্তিক মাসেতে আইল গ মা গ বানর সমাজ
সীতার কারণে হনু সাগর হইল পার
সীতার বার্তা আনি হনু মা গ মণি দিল হাতে
মণি পাইয়া কান্দিলাম সারা রাতি জেগে
অগ্রহায়ণ মাসে সাগর বান্ধি দিল নলে
লইয়া বানরগণ লঙ্কাপুরী বেড়ে
সাগরের পারে আমি গ মা গ করিলাম বাসা
অঙ্গদকে দেখিয়া রাবণ মনে পাইল ত্রাস
পৌষ মাসেতে মাও গ মা গ যুদ্ধ আরম্ভিল
ইন্দ্রজিত আসিয়া মারিল লক্ষণ
মহীরাবণ আসি মাও গ মা গ করিল গ চুরি
হনুমানে উদ্ধারিল পাতালে মারি
মাঘ মাসেতে মাও গ মা গ রাবণ যুদ্ধ করে
দশ মাথা কাটি রাবণ না পারি মারিতে
উপদেশ কহিলেন গ মা গ মিত্র বিভীষণ
অকালে অম্বিকার পূজা রাবণ নিধন
ফাল্গুন মাসেতে মাও গ মা গ মন্ত্রণা করিয়া
অম্বিকা পূজিতে মনে হইল বাসনা
প্রতিমাতে মহামায়া গ করিলাম নির্মাণ
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করাইলাম সাজন
চৈত্র মাসেতে মাও গ মা গ পূজি মহামায়া
উদ্ধার করিলাম সীতা রাবণ মারিয়া
অগ্নিতে সীতাকে আমি গ মা গ দিলাম পরীক্ষা

সীতা লৈয়া দেশে আমি গ আসিলাম চলিয়া
দীন দক্ষিণা গীতা রাণী বলে গ ভাবিয়া অন্তরে
রামের বারমাসী শুনি গ পাষাণ বিদরে
রামচন্দ্রের বারমাসী গ মা গ হল সমাপন"
প্রেমানন্দে হরি হরি বলে সর্বজন।

গায়িকা ঃ—গীতা রাণী গোস্বামী, বীণাপাণি নাথ, অপর্ণা শুক্লবৈদ্য, জয়ন্তী শুক্লবৈদ্য। ইটখোলা : শিলচর-২

১. ঘুরিয়া বেড়ান ২. রাবণ সহেত ৩. শূর্পনখা ৪. কিষ্কিন্ধ্যা ৫. হনুমন্ত ৬. বন্ধন করা ৭. মুক্তিকরা সারা ৮. সমাপন।

নিমাইর বারমাসী

নিমাই সন্ন্যাসে যিয়ে১
বানাইয়া সুনার ঘর আনন্দে২ ভাসে৩   ধুয়া।
মাঘ মাসেতে নিমাই ভারতী আসিল
কেশব ভারতী আইসে কি না মন্ত্র দিল
কি না মন্ত্র দিয়া আমার ঘোর কইরাছে৪ উদাসী
কুলবধূ ঘরে থুইয়া নিমাই হয় সন্ন্যাসী।
কুলবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দতে লাগলী
আর কত দিন থাকব মায়ে দিয়া মস্তকে পাগী
ফাল্গুন৫ মাসেতে নিমাই কাইন্দ্যা ফিরে ঘরে
সুবর্ণ বর্ণ৬ উইড়া৭ আমার হয় কপালে৮ ধর
মস্তক মুড়াইয়া নিমাই ডক্কা৯ লইল হাতে
কুলবধূ ঘরে থুইয়া নিমাই যায় সন্ন্যাসে
চৈত্র১১ মাসেতে নিমাই রইদের১২ বড় জ্বালা১৩
সুনার বরণ নিমাই আমার হইতে হইব কালা
সুনার বরণ নিমাই আমার হইয়ে উড়াইব১৪
আগুন ভরণ১৫ বালি কেমনে১৬ হাটিব
বৈশাখ মাসেতে নিমাই নিম্বতলে এলে
মাথার কাঠিয়া চলেশ১৭ ধর না আর ঘরে
নিম গাছে থাক নিমাই নিমের মালা গলে
মা বলিয়া কে ডাকিবে বিয়ানে বিয়ালে১৮
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে নিমাই পাকে আম ফল
দেখিয়া দারুণ শচীর পড়ে চক্ষের জল
পাড়াপড়শী১৯ তারা পড়ে শপথ চায়
অভাগিনী নিমাইর মায়ে কান্দিয়া বেড়ায়
আষাঢ় মাসেতে নিমাই বড় বরিষণ

হাঁটিবার পথখানি হইয়াছে পিছল
মেঘ আন্ধারী[১৭] রাতে নিমাই যাইবার কার বাড়ী
বটবৃক্ষের তলে থাকিয়া পোহাইলাম[১৮] রজনী
শাওন মাসেতে নিমাই ভাসিতে ভিজলাম[১৯]
দেখিয়া প্রদীপ শচীর পাড়ে আইসেকার জল
পঞ্চমালেরা পঞ্চপ্রদীপ পূর্ণ শচীর কন্যা
না দেখিলে গোরা চান্দকে মনে বড় জ্বালা
ভাদ্র মাসেতে নিমাই ভাবিতে চিন্তিতে
তনু শেষ করল মাগো নিমাই চান্দের দুঃখেতে[২২]
তনু শেষ করিল মাগো না হইল[২৩] সে তার দায়
মনের বন্ধু বিষ্ণুপ্রিয়া কি হইব তার উপায়
আশ্বিন মাসেতে মাগো কান্দা হইয়া থাকে
পথে কি পন্থ কি মাগো নিরখিয়া[২৪] দেখে
পথে কি পন্থ কি মাগো দেখে নিরবধি
সেই পথে নি যাইতে দেখছ গোরা গুণনিধি
কার্তিক মাসেতে নিমাই সকলে খাইসাছে[২৫] ধান
অভাগিনী নিমাইর মায় কান্দিয়া বেড়ায়
উঠানে কান্দে আইতে যাইতে মায়ে কান্দে বইয়া[২৬]
অভাগিনী ঝিয়রী[২৮] কান্দে বিছানাতে শুইয়া[২৯]
অগ্রহণ[৩০] মাসেতে নিমাই উম পড়ে ধারে
নূতন আলিতা[৩১] পড়ে পর্বাতে[৩২] ঘরে ঘরে
নূতন আলিতা মাগো দেখে নিরবধি
সেই পথে নি যাইতে দেখছ গোরা গুণনিধি
পৌষ মাসেতে নিমাই ছাড়িল সকল[৩৩]
অর্ধাশ্বরে[৩৪] নিমাইচান্দে দিল মহাদল
মাঘ মাসের তের দিন লও আইয়া গাঁথিয়া
সেই গীত বান্ধিয়া[৩৫] দিছে শিরিধর[৩৬] নাপিয়া
শিরিধর নাপিয়া না রে সম্মানটীর বাপ
যে বা গায় যে বা শুনে খণ্ডে যায় পাপ।

শিশুর মহত্ত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল অমূল্য থেকে আপত্তি। পাঠিকা ঃ—শ্রীমতী মায়াবতী দাস ও বিদ্যালয়।

১. গৃহে ২. আদেশ দিয়ে (জনৈক এসে) ৩. অত্যাচার করা ৪. কষ্ট ৫. কমাতে ৬. আশ্রমে ৭. অন্ধ বন্ধু। ৮. পাঠিয়েছ বরণ ৯. চোর কৌশল ১০. দশ ১১. ভিক্ষা ১২. চোরের ১৩. বালক ১৪. পাশে বসে ১৫. আছেন? ১৬. নিরুদ্দেশ ১৭. পাঠান ১৮. অভাবে বিলম্ব ১৯. পাড়াপড়শী ২০. অবস্থায় ২১. দোহাতে ২২. মানে ব্যস্ত? ২৩. লোকে ২৪. হয় ২৫. নির্ভীক ২৬. জ্ঞান ২৭. বল ২৮. স্ত্রী ২৯. স্বয়ং ৩০. পাঠশাল ৩১. বাদলা ৩২. প্রীত ৩৩. স্বপ্ন ৩৪. আতিথ্যে ৩৫. রচনা করেছে ৩৬. প্রতিজ্ঞা।

(২)

নিমাইর বারমাসী

মা বলে[১] মা বলে শুনলাম না রে নিমাইচান্দের মুখে
জন্মের লাগি রইল শেল শচী মায়ের বুকে ॥ ধু ॥
বার মাস পরে নিমাই চান্দরে দেখা দিব তবে[২]
জীবন থাকিতে নিমাই বান্ধলাম[৩] আমারে
মাঘ মাসেতে নিমাই হইলায়[৪] উদাস
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ থইয়া[৫] লইলায় সন্ন্যাস[৬]
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ নিমাই বসন্তে[৭] আগুনী
কতদিন থাকিবে মাত্র দিয়া মধুর বাণী
ফাল্গুন মাসেতে নিমাই নদীয়া নগরে
পাগল হইয়া নিমাই ডর কপনি[৮] পরে
মস্তক মুড়াইয়া[৯] নিমাই দণ্ড লইয়া হাতে
অভাগিনী মায়ের প্রাণ রাখিব কি মতে
চৈত্র মাসেতে নিমাই রৌদ্রের বড় জ্বালা[১০]
সোনার বরণ গৌর ধরা রৌদ্রে হইল কালা
বৈশাখ মাসেতে নিমাই নিধু পড়ে নূপুরে[১১]
সর্বদাকে পড়ে কিবা আমি যদি দূরে[১২]
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে নিমাই বিষ্টি পড়ে যাতে
অভাগিনীর গোরাচন্দ রইল কার ঘরে
আষাঢ় মাসেতে নিমাই বাড়ে ছইন্দনে[১৩] মাটি
চন্দ্রবদন না হেরিয়া আঁখি দিবা রাতি
শ্রাবণ মাসেতে নিমাই ভাসি শুকাই[১৪] নীরে
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূর দুঃখে প্রাণ নিদ্রারে[১৫]
ভাদ্র মাসেতে নিমাই কাঁদিতে কাঁদিতে
অভাগিনীর শরীর প্রাণ যাচে জীবন মতে

আশ্বিন মাসেতে নিমাই শরীর শীতল
পূর্ণমাসী চন্দ্র[১৬] হেরে চক্ষে[১৭] পড়ে জল
কার্তিক মাসেতে নিমাই চইন্‌ছেন দুইটি আঁখি
দিবানিশি পন্থ পানে আমি চাইয়া[১৮] থাকি
অগ্রান[১৯] মাসেতে নিমাই উঁস[২০] পড়ে ফুলে
অভাগিনীর গৌরাচান্দ শীত ভুগে[২১] বলে
পৌষ মাসেতে নিমাই পৌঁছলা গমন[২২]
ভিক্ষার ছলে আইছে[২৩] আমার জীবন রতন
মা মা বলে ডাকে নিমাই সুমধুর সুরে
জাগিয়া না পাইলাম আমার গৌরাচান্দেরে।

—করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কেওঘাঁট গ্রাম
থেকে সংগৃহীত। এই বারমাসীটি একটি
প্রাচীন 'পাঁচালির খাতা' থেকে লিখিত।

১. বালি ২. হাওয়া ৩. মন করলে ৪. হলো ৫. থেকে ৬. সন্ন্যাস ৭. অনুনয় ৮. ডোর কৌপীন ৯. মুণ্ডন করা ১০. জ্বালা ১১. লোক ১২. দুঃখে ১৩. চঞ্চল ১৪. শোক ১৫. বিরহে ১৬. পূর্ণচন্দ্র ১৭. চোখে ১৮. চেয়ে ১৯. অঘ্রাণ ২০. হিম ২১. ভোগে ২২. গমন ২৩. এসেছে।

(৫)

নিমাইর বারমাসী

শুনেছে নদীয়াবাসী শুনে মন দিয়া
নিমাই চলল সন্ন্যাসে মায় জননী ছাড়িয়া ॥ ধু ॥
মাঘ না মাসেতে আসিলো কেশব ভারতী
কি মন্ত্র দিল আমার গৌর হইলো সন্ন্যাসী
অতিথি আসিয়া নিমাই রাখিলাম যতনে
মাগিয়া ছাড়িয়া নিল রাতি নিশাকালে
আগে যদি জানতাম নিমাই যাইবায় রে ছাড়িয়া
ঘরে না আনাইতাম দিয়া বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
ফাল্গুন মাসেতে নিমাই ফুটিলা দুইরে
ক্ষুরিকার স্পর্শে নিমাই কাটিলায় মাথারে
শয়ন মন্দিরে কান্দে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
অভাগিনী মায়ে কান্দে ধরণী লুটাইয়া
চৈত্র না মাসেতে নিমাই গোবর্ধন গর্জন
আমার নিমাইরে কাকে কর অন্বেষণ
বনে বনে ফিরে নিমাই মুখে বলে হরি
মায়ের বুকে দিয়া ছুরি হইলায় দণ্ডধারী
বৈশাখ মাসেতে গেলা অদ্বৈত গোসাই
পন্থপানে চাইয়া রইলাম নিমাইর দেখা নাই
কার বা খাটাইছিল দুঃখে দিয়াছিলাম ছাই
সেই পাপে ছাড়িয়া গেলা প্রাণের নিমাই
জ্যৈষ্ঠ না মাসেতে নিমাই আম জাম পাকে
নিমাই বিনা কে খাইব কে বা আছে ঘরে
কার বা শশা কুমড়া কাটাইছিলাম চুরি
সেই কারণে গেলা নিমাই বুকে দিয়া ছুরি

আষাঢ় মাসেতে পড়িল মনসা পাঁচালী
সেই পুণ্যফলে পাইলাম নিমাই গুণমণি
কে বা দিল শাস্তি নিমাই পড়ে গুরুর বাড়ি
সেই কারণে গেলায় নিমাই জননীরে ছাড়ি
শ্রাবণ মাসেতে নিমাই শাওনেরই ধারা
কি কারণে নিমাই প্রাণ রে গৃহ হইলায় ছাড়া
ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দন্ত অভাগিনী
মায় কতকাল রাখব প্রাণ রে দিয়া দুখের পানি
ভাদ্র না মাসেতে নিমাই সকলে ডাকে পানি
পাগলিনী হইমু আমি মরায় নিমাই গুণমণি
বনে থাকে বনের পশু শুনে মায়ের বাণী
তুমি কি লোভিলায় আমার নিমাই গুণমণি
আশ্বিন মাসেতে আইল শারদার পূজা
যেজনই তুলে ফুল যে নিমাই সেজনই পায় মজা
শঙ্খ-ঘণ্টা পাঁচ নহবত বেজে
আমার বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া ধরণী লুটায়
কার্তিক মাসেতে দিলো হিমেল বাতাস
কে পড়ে গোবিন্দ নিমাই কে করিবে রাস
আকাশেতে কান্দে পাখীগণ কান্দে কান্দে সুরের বাণী
ধরণী লুটাইয়া কান্দে অভাগিনী শচী
অগ্রাণ মাসেতে সবে নব অন্ন খায়
অভাগিনী শচী মাতা কাঁদিয়া বেড়ায়
শাইল ধানের চিড়াতে নিমাই দিতাম গামলার দৈ
কারে বা খাওয়াইব মায়ে মায়ের নিমাই কৈ
পৌষ না মাসেতে নিমাই দুয়া পড়ে ঘাসে
অভাগিনী শচী মাতা দুইটি আঁখি ঝরে
কান্দে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন মন্দিরে
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ অভাগী মায়েরে
বাঘ না মাসেতে বধূ চোখে নাহি পড়ে
কেমনে সুখাইয়া রাখি দুখের ছাওয়ালে।

সংগ্রহ-সূত্র ঃ—শ্রীমতী নীহারনলিনী ভট্টাচার্য
আসাম্পুর, শিলচর-৩

১. জ্বাল ফেলা দুঃখ ২ প্রণা ৩. পুত্র শোকে আক্ষেপ ৪. অদৃষ্ট ৫ দোষ ৬. গোবিন্দ ৭. পাড়া পড়শীরা কাঁদছে।

রাধার বারমাসী

কান্দে রাধা চন্দ্রমুখী দিবস রজনী
শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া গেলা মুই যে অভাগিনী ॥ধুয়া
চৈত্র না মাসের দিন নিদ্রার আবেশ
রাধা ছাড়িয়া ঠাকুর কৃষ্ণ গেলা দূর[১] দেশ
দূর দেশে গেলায় কৃষ্ণ নিশ্চয় না জানি
মন্দিরে বসিয়া কান্দে রাধা ঠাকুরাণী
বলিও[২] না বলিও না রে কুকিল[৩] বলিও না রে তুমি
তুমরা নি দেখিয়াছ আমার কৃষ্ণ গুণমণি
বৈশাগ মাসের দিন নানান পুষ্প ফুটে
গাঁথিয়া[৪] ফুলের মালা দিতাম[৫] কার গলে
জৈষ্ঠ না মাসের দিন গাছে পাক্না আম
প্রাণনাথ দেশে নাই কে খাইত আম
আষাঢ় মাসের দিন আশা ছিল মনে
অবশ্য আসিবে কৃষ্ণ রথ যাত্রা দিনে
শ্রাবণ মাসের দিন মনসাবতীর পূজা
ঠাকুর কৃষ্ণ দেশে নাই কে করিবে পূজা
ভাদ্র না মাসের দিন উদ্দবে[৬] কাকুতি
কৃষ্ণকে আনিয়া তুমি দেখাও শীঘ্র[৭] করি
আশ্বিন মাসের দিন উদ্দব আইলা দেশে
কান্দিয়া কান্দিয়া রাধে উদ্দবরে জিজ্ঞাসে
কহ কহ উদ্দব সখা কওরে বিবরণ
কুশলে নি আছইন আমার শ্রীমধুসূদন
কার্তিক মাসের দিন মলিন বদন
অন্ন জল তেজিয়া[৮] রাধা করে উপাসন
অগ্রাহন[৯] ছাড়িয়া গেলা পৌষের তুষ[১০] দিন

আইতানায়রে[১১] ঠাকুর কৃষ্ণ দেশে কুলঅ[১২] দিন
মাঘ মাসেরা দিন ভীম একাদশী
স্নানে চলিলা গেলা রাধা ঠাকুরাণী
নদীর পারে গিয়া গ রাধে কান্দিতে লাগিলা
গায়ের যত আবরণ খসাইয়া ফালাইলা[১৩]
স্নান করিয়া রাধে উঠিলা[১৪] নদী পারে
দণ্ডবত প্রণাম করইন প্রভুর চরণে
সনা[১৫] করইন রূপা করইন ব্রাহ্মণেরে[১৬] দান
সধবা থাকিতে গ রাধে বিধবার সমান
আন্দরা পুকুরির[১৭] উপর পড়িয়াছে কাই[১৮]
যে নারীর পুরুষ নাই তার রূপে পড়ে ছাই
ফাল্গুন মাসের দিন দল[১৯] পূর্ণমাসী
ঘুরে আইলা ঠাকুর কৃষ্ণ আবীরের বৃষ্টি
জয়ের ধ্বনি[২০] দেও গ তরা যত সখীগণ
রাধা-কৃষ্ণ মিলন অইল রসের বৃন্দাবন।

—কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পশ্চিম কাটাবাড়ী গ্রাম থেকে শ্রীবিনোদ বর্মণের সৌজন্যে সংগৃহীত।

১. কোন ২. বলো ৩. খোঁজিয়া ৪. দেখে ৫. দেব ৬. উত্তর ৭. শীত ৮. আগ করে ৯. অন্তরাল ১০. ? ১১. আসতেন না ১২. কোন ১৩. ফেলে দিলেন ১৪. উঠে এলেন ১৫. সোনা ১৬. ব্রাহ্মণদেরে ১৭. পরিত্যক্ত পুকুরের ১৮. জলের ওপর পড়া শ্যাওলা আস্তরণ—যা জল ঢেকে ফেলে ১৯. দোল ২০. জয়ধ্বনি।

(২)

রাধার বারমাসী

ওরে ও মাধব অক্রুর
প্রাণনাথ কৃষ্ণ লৈয়া গেলায় মথুরা ।ধু।
ওরে আগে যদি জানতাম বন্ধু যাইবায় রে ছাড়িয়া
তিলতো[২] ধরিয়া রাখতাম আপন কান্দিয়া
ওরে মাঘ মাসেতে গেলা মথুরা নগরে
কান্দি দিলা মনের দুঃখে জলে[৩] নিরন্তরে
ফাল্গুনে ফাগুয়া খেলে সকলে[৪] যারা দিলে
কৃষ্ণ ছাড়া বৃন্দাবন খেলিব কেমনে
ওরে চৈত্রিতে[৫] যৌবন অম ধারণ চইলছেন
ঝমকে ঝমকে উঠে[৬] দিশি হল জ্বর[৭]
ওরে বৈশাখে বিষম জ্বালা[৮] সহন না যায়
খাঁটিয়া এ পুন জ্বালা আগুনে জ্বালায়
ওরে জ্যৈষ্ঠে আমরা সব একত্র হৈয়া
যমুনার ঐ জলে গেলাম কাঙ্খে[৯] কুম্ভ লৈয়া
ওরে সকলে মিলিয়া গেলা কদম্বের তল
কদম্ব ঝরিয়া পড়ে গম্ভীর বাজার
ওরে আষাঢ়ে আসিলা কৃষ্ণ কইয়া[১০] অনুমানে
এক দৃষ্টে চাইয়া থাকি মথুরা ভুবনে[১১]
ওরে শ্রাবণ মাসেতে সই গ কৃষ্ণ পড়ে মনে
কৃষ্ণ ছাড়া বৃন্দাবনে থাকিব কেমনে
ওরে ভাদ্র মাসে ভরা নদী অকূল পাথার
কেমনে আসিবায় কৃষ্ণ না জানে সাঁতার
ওরে আশ্বিনে অম্বিকা পূজা এ তিন ত ভুবনে
মনে লয়[১২] আসছেন কৃষ্ণ দুর্গা উৎসব দিনে

অরে কার্তিকে কানন বনে চরাইছে ধেনু
রাধা রাধা বলে শ্যামে[১৩] বাজাইছে বেণু
অরে অগ্রানে আসিয়া কৃষ্ণ করেন অনুমানে
এক বর ফুলেই চাইয়া থাকি মথুরা নগরে
অরে পৌষ মাসেতে সই গ বড় শোক করে
বারমাস পুরিল রাধার কুলকলঙ্ক দিলে
অরে বারমাসের তেরো ফল লওরে গাঁথিয়া
এই গীত রচিয়াছে শ্রীধর বানিয়া
অরে শ্রীধর বানিয়া না অয় ধরম তার নাশ
যে বা গায় যে বা শুনে খণ্ডে মহাপাপ
অরে ঢাক বাজে ঢোল বাজে আর বাজে কাঁসি
শুনে জিজ্ঞাসিলে কইও রাধার বারমাসী।

—শ্রীশান্তমোহন নাথ ও শ্রীমন্মথনাথ মজুমদারের
সৌজন্যে হাইলাকান্দি মহকুমার কালা শহরের
সংগৃহীত গানপাতা থেকে সংগৃহীত।

১ কন্দ ২ হস্ত ৩ কদম ৪ নেত্র ৫ ডেরে ৬ উঠে ৭ ভোর ৮ বদলা ৯ কাঁধে ১০ বাজন ১১ মোহনে ১২ হয় ১৩ শ্যামে।

(৩)

রাখাল বারমাসী

কুলপানে নিবেদন কইরাছে রে মগন
দিনে দিনে বাড়িল রাধার নূতন যৌবন ॥ ধু ॥
পৌষ মাসের দিন জলপানেতে বাস
ছাড়ি দিলা ঠাকুর কৃষ্ণ দূরেই পরবাসং
মাঘ মাসের দিন শীতের বড় ডরং
বিছানা বিছাইল কইনায় হিঙ্গলে মন্দির ঘর
বিছানা বিছাইয়া কইনায় জুড়িল কান্দন
কৃষ্ণ বিধিরে হারাইয়া নিন্দায় বিছানার সুন্দর
ফাল্গুন মাসের দিন মধুর বসন্ত
পলাতে রইলা রে রাধার প্রাণকান্ত
চৈত না মাসের দিন কিতানে পিড়ে বিষ
অনেরে কইলাং ভাঙ্গা গরলের বিষ
গরল বিষ খাইয়া কইনায় ডাকে বাপ ভাই
আর কি দিতায় বিয়া পরদেশী চাই
বৈশাখ মাসের দিন নব রে নালিতাং
সর্বলোকে খায় নালিতা রাধার কাছে তিতাং
নালিতা রান্ধিয়া কইনায় তোলিয়া থইলা থালে
ঠাকুর কৃষ্ণ ঘর নাই পরিবেশতাম কারে
জৈষ্ঠ মাসেতে পাকে ধানে বইসল
কথায় ভোলাল ঠাকুর কৃষ্ণ রসিক নাগর
আগে যদি জানতাম কৃষ্ণ যাইবায় রে ছাড়িয়া
মধু পিঞ্জর দেশে চোরা রাখিতাম বান্ধিয়া
আষাঢ় মাসের দিন যাইব নূতন পানি
ছাড়ি দিলা ঠাকুর কৃষ্ণ নাও ভোলাং উজানি

শ্রাবণ মাসের দিন তালে পাকনা কুমড়া
পাকনা কুমড়ার তাপে রাধার শরীর অইল কালা
ভাদ্র না মাসের দিন গাছে পাকে তাল
নারী হৈয়া লাগের যৌবন রাখব কতকাল
আশ্বিন মাসের দিন লাগে বাওয়ে ক্ষীর
দেশে আসবায় ঠাকুর কৃষ্ণ প্রাণ কর স্থির
কার্তিক মাসের দিন গরার শুয়ে মাটি১০
দেশে আসবা ঠাকুর কৃষ্ণ কান্ধে দিয়া ছাতি
অঘ্রাণ মাসের দিন কিষাণে কাটে ধান
দেশে আইছইন ঠাকুর কৃষ্ণ যৌবন কর দান
বার মাসের তের পদ লওরে গাঁথিয়া
এই গীত রচিয়া দিছে শ্রীধর বাণিয়া
শ্রীধর বাণিয়া কয় রে শুনায় তারা পাপ
যে বা গায় যেবা শুনে খণ্ডে তার পাপ।

—সংগ্রহ-সূত্র :—শিলচর শহরের তারাপুর
এলাকার শ্রীমতী শান্তিরানী দাস।

১. তলা (কোহিত) ২. ধরে প্রকাশ ৩. কয় ৪. বোঁটা ৫. পাটশাক ৬. স্থির
৭. রান্না করে ৮. দিয়েছেন ৯. আসবেন ১০. খাবার উপযুক্ত হয়।

মেনকার বারমাসী

যাও গিরি উমা আনতে নাইওরে আহে গিরিরাজ ॥ ধু ॥
এইত কার্তিক মাসে কার্তিক পূজা সবে করে
আমার উমা রইয়াছইন কৈলাসে আহে গিরিরাজ
এই ত অগ্রান মাসে বাউলের পূজা ঘরে ঘরে
আমার উমা রইয়াছইন কৈলাসে আহে গিরিরাজ
এই ত পৌষ না মাসে পর্বদিনা বহুত সুখে করে
আমার উমা কেমনে রইয়াছে আহে গিরিরাজ
এই ত মাঘ না মাসে মাঘমণ্ডল সবে করে
কাঙ্গাইন উমা বাঁধিয়া কৈলাসে আহে গিরিরাজ
এই ত ফাল্গুন মাসে নতুন পূর্ণিমা সবে করে
আমার উমা রইয়াছইন কেমনে আহে গিরিরাজ
এই ত চৈত্র না মাসে মদনষষ্ঠী লোকে পূজে
আমার উমায় শাপে উচ্চস্বরেণ আহে গিরিরাজ
এই ত বৈশাখ মাসে নানান পুষ্প ফুটিয়া আছে
সাদ ছিল উমারে সাজাইতে আহে গিরিরাজ
এই ত জ্যৈষ্ঠ না মাসে আম কাঁঠাল পাকিয়া আছে
সাদ রইল উমারে আনাইতে আহে গিরিরাজ
এই ত আষাঢ় মাসে জলেতে যাইতে আছে
দুঃখ রইল উমারে আনাইতে আহে গিরিরাজ
এই ত শ্রাবণ মাসে বিষহরি লোকে পূজে
আমার উমা রইয়াছে কৈলাসে আহে গিরিরাজ
এই ত ভাদ্র না মাসে ভাদাই চণ্ডী সবে পূজে
আমার উমা ভাঙ্গোড়ার ঘরে আহে গিরিরাজ
আশ্বিন মাসে সবে দুর্গা ঘরে পূজে
গেলা গিরি উমা আনিবারে আহে গিরিরাজ।

—করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নৈঠাখাল গ্রা/ বাগানের শ্রীমতী স্বেতবাণিবালা গোস্বামীর কাছ থেকে সংগৃহীত।

১. আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী বেড়াতে যাওয়া। অবশ্য বিবাহিতা মেয়েদের পিত্রালয়ে আসাই সর্বার্থ নাইওর। ২. এসে ৩. বড় ৪. ঘুমিয়ে আছেন ৫. পূর্ণিমা ৬. রোদ ৭. উচ্চস্বরে ৮. সাধ ৯. কাঁচাল ১০. ভাত এর নেশায় আসক্ত।

(২)

মেনকার বারমাসী

এই ত কার্ত্তিক মাসে উমা আমার কৈলাসেতে
উমার কান্দিয়া মরে দুই নয়ান যে গিরিবর ॥ ধু ॥
কার্ত্তিক মাসের দিনে ঝিয়াই নেওয়া সর্বঘরে
আমার উমা আনিল পরবতের
আনিল পরবতের মাকেরা উমা কনরে বিয়া দিলে
দিনরে পৈরাইবার লইয়াও নাইরে গিরিবর
এই ত অগ্রাহন মাসে নূতন খাইনা খাইবাও দেশে
আমার সাধ করে উমারে খাবাইতে
খাইতে দিতাইম নানা জাতি রাখিয়াছি ভাণ্ডার ভরি
আমার উমা দিবসের উপাসী
কতার ভিখারী চাইয়া উমা কনরে দিলায় বিয়া
ভিক্ষা অন্নে উদর পালন
এই ত পৌষ না মাসে নারাইন কমলায় পাছে পাছে
আমার সাধ করে উমারে খাবাইতে
কমকার ভরে ভাল কাপড় পাছড়া খাইবার নাইরে ঘরে
যাও গিরিবর উমারে আনিতে
এই ত মাঘ না মাসে মনাশে জাড় পড়া দেশে
উমা কি বা পাড়েনা পরাণে
ভিখারী শিবের ঘরে বস্ত্র নাহি দিলে
জাপা ঘরে উমা কাপে জাড়ে
এই ত ফাল্গুন মাসে ঝিয়াই নেওয়া বাপের ঘরে
আমার প্রাণ কান্দে উমার লাগিয়া
কুকিলাগণ কান্দে রাও কাড়িয়া উঠৈল সর্বগাও
উমায় জেন মা বলিয়া ডাকে

এই ত চৈত্র না মাসে গাং দেখ[১১] শাঁজরা আইছে
আমার উমা পরবতের উপরে।
বিরলী উমাক্রি উঠে উমা কিবা কান্দিয়া উঠে
জামাই থাকে দূরের নগরে
এই ত বৈশাখে[১২] মাসে নানান পুষ্প গাছে গাছে
আমার সাধ করে উমারে সাজাইতে
চাপা[১৩] নাগেশ্বর ফুটে লোঁয়ারী আমার বুক ফাটে
উমা আমার চম্পক বরণী
এই ত জ্যৈষ্ঠ[১৪] না মাসে পাকা আম গাছে গাছে
আমার সাধ করে উমারে খাওয়াইতে
সকল সখী[১৫] সঙ্গে পাড়িয়া খাইত মন রঙ্গে
কৈলাসে পাঠাইবারে[১৬] লইক্যা নাই
এই ত আষাঢ় মাসে নূতন জল আইল দেশে
আমার সাধ করে উমার স্নান করাইতে।
সকল সখীর সঙ্গে উমার সিনান করতো রঙ্গে
ফুটি ফুটি[১৭] ফলাত জল দিয়ে
এই ত শ্রাবণ মাসে ফিরে নৌকা ঘাটে ঘাটে
সকলের ঝিয়াই আইল বাপের ঘরে
তুমি ত পাষাণ গিরি নির্দয় পাষাণের গৌরী
আমি প্রাণ তেজিমু[১৮] উমার পরবতে[১৯]
এই ত ভাদ্র না মাসে গিরি রাণীর ক্রন্দনেতে
চলইল গিরি কৈলাস পাহাড়ে
হিমালয় পরবত ছাড়ি নিঠাইয়া[২০] দেখে গিরি
কুন স্থানে[২১] আছইমা[২২] হরগৌরী
ডাকিয়া নারদে কয়ে পূর্ব দিকে নাইকা[২৩] চলে
কৈলাস পরবতে তুমার[২৪] গৌরী
কৈলাস পরবতে গিয়া দেখে গিরি নিরখিয়া
কুন পুরে[২৫] রাইছে শিবের পুরী

অন্তরে জানিলা গৌরী পাঠাইলা২৬ নন্দী ভৃঙ্গী
নিতে আইছইন২৭ কৈলাস পর্বতেতে
নন্দীরে লৈয়া সঙ্গে গিরি উঠিলা২৮ মনরথে
শয়ানে দরজায় দাণ্ডাইয়া
মহাসনে২৯ ত্রিপুরারী সন্মুখে দাণ্ডাইয়া গৌরী
দরজায় ডম্বরু বাজন
ক্রোধে৩০ ক্রুদ্ধ হইয়া গিরি কহইন শুন ত্রিপুরারী
উমা নিতাম৩১ হিমালয় নগর
এখনে না দিতে পারি অন্নপূর্ণা সতী নারী
আশ্বিন মাসে গৌরী যাইবা নাইওর
শুনিয়া শিবের বাণী গিরির সে গলা ধরি
কান্দে গৌরী আকুল হৈয়া
আইজকা৩২ নিশি থাক প্রেম সত্যে নিশ্চয় হবে মাটি
আমার মা ও যাচে না পরাণে
নন্দীরে লৈয়া সঙ্গে গিরি আইলা৩৩ হিমালয়ে
রাণী বলে আমার উমা কে
আশ্বিন মাসে যাইবে উমা কৈলা মহেশ্বরে
আসিবে বলিয়াছে সইত্য৩৪ করে
শুনিয়া আকুল রাণী ভাবিয়া অন্তরে পাইলা পড়শী
পড়শীর মাঝারে মাতাও শান্তি৩৫ করি।

—শ্রীমতী লীলাকণিকা চৌধুরী'র কাছ থেকে সংগৃহীত। তারাপুর, শিলচর।

১. কত্তা ২. পর্বতে ৩. মাঝে ৪. দেখা ৫. হইল ৬. মুখ ৭. পাঠাইবে ৮. সিন্দুর রঙের শুভ্রমিষ্ট কন্যা ৯. কোকিল ১০. উঠে ১১. মেঘ ১২. বৈশাখ ১৩. চাঁপাফুল ১৪. জ্যৈষ্ঠ ১৫. অতীব ১৬. পাঠাইয়া ১৭. জেঠী ছোট ১৮. ব্রাহ্মণ ১৯. কোলে ২০. স্ত্রীলোক ২১. কোল আসন ২২. আসন ২৩. নাম ২৪. তোমার ২৫. কোন পথে ২৬. পাঠাইয়া ২৭. এসেছেন ২৮. আয়োজন করেন ২৯. রেখেছিলে ৩০. ক্রোধ ৩১. চল ৩২. আজ ৩৩. এলেন ৩৪. সত্য ৩৫. শান্তি।

দুর্গার বারমাসী

এই ত কার্তিক মাসে হিমের বাতাস বইছে
মায়ের লাগিয়া কান্দে আমার মন
যাইতে চাইরে[১] হিমালয় নগর দেও মহেশ্বর ও বন্ধু ॥
এই ত অঘ্রাণ[২] মাসে নূতন ধাইন্যা[৩] উঠিল দেশে
নবান্ন খায় প্রতি ঘরে ঘরে
নূতন ধাইন্যের পিঠা[৪] পুলি খাইবার দেও ত্রিপুরারী
আমায় লৈয়া চল হিমালয় নগর
এই ত পৌষ না মাসে আমার ও বাপের দেশে
পশারিয়া ফিরে ঘরে ঘরে
আয়না কাকই[৫] শঙ্খ[৬] লৈয়া আসিব পশারি মাইয়া[৭]
খাইনা বসিয়া রাখে সুখে
আমার মা মেনকা রাণী কান্দিয়া হইছে[৮] পাগলিনী
উমা বিনা দিবার কেহ নাই
এই ত মাঘ না মাসে দারুণ শীতের দুখে[৯]
সর্ব অঙ্গ কাঁপে থর থর
তুমি ত ভিখারী শিব পিন্ধিবার[১০] বসন নাই
আমি যাইমু শিব বাপের নগর
এই ত ফাল্গুন মাসে শুনের বিয়াই বাপের দেশে
আমায় আইলা[১১] দেয়[১২] দেব দিগম্বর
শইলে[১৩] স্বপনে দেখি শিয়রেতে মা জননী
আমার মা যে কান্দিয়া গেছে চলে
পিতা যে পাষাণ মন[১৪] কে বা নিয়ে যাইব
মা ও মন কান্দিয়া আকুল
এই ত চৈত্র না মাসে আকাশ ভাঙ্গিয়া বজ্র পড়ে
চমকিয়া উঠে[১৫] সর্ব গাও

তুমি যাও ভিক্ষার তরে আমি থাকি পুইন্যার[১৬] ঘরে
পবনে হিলায়[১৭] ভাঙ্গা ঘর
বিনা করি ত্রিপুরারী যাইব হিমালয় নারী
নন্দীরে কও লৈয়া যাইব মরে
এই ত বৈশাখ মাসে নানান পুষ্প গুচ্ছ ডালে[১৮]
পুষ্প গন্ধে[১৯] মন উচাটন
নানান জাতি পুষ্প তুলি দিনা সুতে[২০] মালা গাঁথি
বিল্বপত্রে পূজিতাম শঙ্কর
সেই যে পুইন্যের[২১] ফলে কুড়নায় পাত দিলে
ফুলের মেলা কৈলাস ভুবন
এই ত জ্যৈষ্ঠ না মাসে ভাজিল রৌদ্রের তাপে
চাল ছাপিয়া রৌদ্র পড়ে মাথে[২২]
আমার বাপের দেশে নানান ফল পাকে গাছে
আমারে লৈয়া চল পিতার ভুবন
এই ত আষাঢ় মাসে নতুন জল অইল দেশে
আমি রইতাম কৈলাস শিখরে
সকল সতীরে[২৩] সাথে জলখেলি খেলাইতাম জলে
নতুন জলে করিতাম সিনান
মৃত্তিকাতে শিব গড়ি পূজিতাম ত্রিপুরারী
বিল্বপত্রে পূজিতাম মহেশ
সেই ত পুইন্যের ফলে সেব সেব পাত দিলে
হাড়ের মালা গলার ভূষণ
এই ত শ্রাবণ মাসে সবাই যায় বাপের ঘরে
আইস্যা দেখ যাইতাম নাইওর
বরিষায় ধারা পড়ে সর্প থাকা জলে জালে
উত্তাইনি[২৪] পড়ে ধারা বাইয়া
এই ত ভাদ্র না মাসে বন্যা বরা আইল দেশে
রৌদ্রের তাপে দহে কলেবর
যাইতাম আমি হিমালয়ে নন্দীরে লৈয়া সঙ্গে

মর মা যে কান্দিয়া আকুল
ক্ষীণ মন হইলো নদী আঁখিধারাইবেন কান্দা কাঁদি
উমা বিনে কাইবার কেহ নাই
শুনিয়া বলে ত্রিপুরারী এখানে না যাও গৌরী
শুইনা গড়ে কেমনে বাঁধিমু
এই ত আশ্বিন মাসে যাইতা গৌরী বাপের দেশে
আনন্দে মগন কৈলাসপুরী
নন্দী ভৃঙ্গী যাইয়া চলো কুবেরেরে ডাকিয়া বলে
সিংহরথ সাজাও শীঘ্র করি
বাঁধন অলঙ্কার পৈরি আইলা গৌরী বাপের বাড়ী
আনন্দে মগন গিরিপুরী
দেবালিঙ্গ বাইদ্যাং বাজে অপ্সরা অপ্সরী নাচে
বেদমন্ত্র পড়ে দ্বিজগণ।

—নীহাররঞ্জিনী ভট্টাচার্যের কাছ থেকে সংগৃহীত।
টেকাখাল চা বাগান। করিমগঞ্জ জেলা।

১. হলে ২. অগ্রহায়ণ ৩. ধান্য ৪. পিঠা ৫. চিড়ে ৬. দান ৭. হরণী ৮. হবেন ৯. কোপে ১০. শরীরে জড়ানোর ১১. আজ্ঞা ১২. যাও ১৩. শ্বশুর খাকলে ১৪. মোর ১৫. উঠে ১৬ শুনে ১৭. নড়নড় করে ১৮. পাগল ১৯. গায়ে ২০. সুতো ২১. গলা ২২. নাহবা ২৩. সখীরা ২৪. জীর্ণ চাল ভেদ করে ঘরে পাটের খুঁটি থাকা ২৫. ৫২ রকমের বাদ্য যন্ত্র।

(২)

দুর্গার বারমাসী

মা ও তারিণী মা ও তারিণী
কিভাবেতে করবো মা কাল ভব তারিণী ॥ ধু ॥
মা গ পৌষে লক্ষ্মী রূপেতে রহ
মাঘ মাসে মা হও সারদা
ফাল্গুনেতে হও মা তুমি রাধা বিনোদিনী
চৈত্রেতে হও বাসন্তিনী
বৈশাখে ঘরের চাঁদিনী
জ্যৈষ্ঠেতে সাবিত্রী সতী
আষাঢ়ে হও কামিনী
শ্রাবণে ঝুলনে ঝুল
ভাদ্র মাসে জন্ম ছিল
সেই জন্মাষ্ট নামটি তুমার জগত জননী
আশ্বিনেতে হও মা দুর্গে
কার্তিকে কালিকা রূপে
অগ্রহায়ণে হও মা তুমি কার্তিকের জননী
শ্রীরামপ্রসাদে বলে
স্থান দিও মা চরণ তলে
অন্তিম কালে পাই যেন মা চরণ দুখানি।

শ্রীখগেন্দ্র ভট্টাচার্য। লোকবিদ্যা। সেটার রোড,
শিলচর-১ এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১. হও ২. ঘোর ৩. জনীল ৪. অগ্রহায়ণে

পরিশিষ্ট—৩

নৌকাঠেলা অনুষ্ঠান ঃ—

'নৌকাঠেলা' সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপুজোর নবমীর রাত্রে। দশমী তিথিতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পরও 'নৌকাঠেলার' রীতি আছে। অন্যত্র মনসা পুজো উপলক্ষেও 'নৌকাঠেলা' হয়। তবে দুর্গাপুজোর সময়েই নৌকাঠেলার প্রচলন বেশী। কলাগাছের খোল দিয়ে একটি নৌকা তৈরী করা হয়। যে সব বাড়ীতে বাৎসরিক পূজা হয় সেখানে কাঠের তৈরী স্থায়ী নৌকা থাকে। কাগজের নিশান, ঝালর ইত্যাদি দিয়ে সাজানো নৌকাটির মধ্যে চাল, ধান, নতুন কাপড়, নারকেল, কলা প্রভৃতি রেখে দিয়ে একটি দর্শনীয় ভঙ্গীতে রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়। নৌকাটি দেবী প্রতিমার এক পাশে রাখা হয়। একটি নতুন গামছা দিয়ে বেঁধে নৌকাটিকে টেনে আনা হয় মণ্ডপের বাইরে। এরপর স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে 'ধামাইল' নৃত্য সহযোগে বারমাসী গান গেয়ে নৌকাটিকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে (ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে) প্রদক্ষিণ করতে থাকে। গান শেষ হলে নৌকাটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় সেই বাড়ীর/বা গ্রামের প্রধান বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে এবং উপস্থিত লোকটির নাম করে গানের মাধ্যমে বলা হয়—আপনার ঘাটে এসে নৌকা ভরা ডুবিতে গেছে, ভাড়িতে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

গান ঃ—ওরে এক ঘাট ছাড়িয়া নৌকা করিল গমন
সম্মুখে ঐ..........বাবু দিল দরশন
দুলাই ধরিয়া চল রে ভেঙ্গে নায়
হস্তে আছে লাল সেঁতা গলায় চাদর
মাথে ছড়ি গাছে না যায় ছেঁটে বড় সন্ধ্যা
আলগো করি বইয়া রইছইন ডিঙ্গা ঘাটের পার
আগে কি কর বা..........বাবু কি কর বসিয়া
ডুবিল ঘাটে বাড়ীর নাও ডুলাই দেও আসিয়া।

(শ্যামলার থেকে সংগৃহীত)

১. চৌকি ২. শক্ত

উপস্থিত ব্যক্তিটির কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করার পর অন্য আর এক জনের সামনে নিয়ে একইভাবে আবার টাকা পয়সা আদায় করা হয়। এভাবে সারা রাত আমোদ ফূর্তি চলে। মাঝে মাঝে নৌকাটিকে প্রদক্ষিণ করে বারমাসী গান করা হয়। ভোর বেলা নৌকাটিকে টেনে নিয়ে ভাঁড়ারে তুলে রাখা হয়। সাতদিন পর নৌকাটিকে ভাঁড়ার থেকে বের করে এনে আবার মণ্ডপে 'নৌকাঠেলা' হয়। আদায়কৃত যা থাকে তা উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিলিয়ে

দেওয়া হয় এবং শূন্য নৌকাটিকে কোন জলাশয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তবে সাতদিন পর আবার নৌকাটিকে বাঁচিয়ে সর্বত্র পালন করা হয় না।

তথ্য সংগ্রহ ঃ—

(ক) হাইলাকান্দি মহকুমার অন্তর্গত লালা শহরের লালাপুরে মনসার নামে নৌকাচালন হয়।

(খ) শ্রীমতী প্রভাবতী চক্রবর্তী, শিববাড়ী রোড, চক্রপুর, শিলচর-৩

(গ) শিলচর শহরের নিকটবর্তী সুরুপাটিয়া গ্রামে মনসাপূজার সময় নৌকাচালনা হয়।

পরিশিষ্ট—খ

নৌকাচালনার গান ঃ—

(ক) নাও বায় রে নাও বায় সাইয়া
আগমে এক দুঃখী মাইয়া নাচাইছে ধরিয়া।
ফিরে হয় হয় করিয়া বদু।
প্রথমে ভাসাইলো ডিঙ্গা নামে মধুকর
হীরে করকে খইয়ে চলেছে চণ্ডী মাঙ্গল ঘর
হনুমানের আগে এলো দুর্গাই কান্ডারী
কম্পে থমকে চান্দের ডিঙ্গায় উঠে পানি
ও ভাই নাইয়াগণ চল হে উজান নগর
হনুমানে পাল দিয়া গলায় উলব
আর দ্বিতীয়েতে ভাসিল নৌকা নামে শঙ্খচূড়
তার পরে ডুবল চলে চণ্ডী মারণ যায়
আর তৃতীয়ে ভাসিল নৌকা নামে মধুকর
তার উপরে তুলল মেলে পূজার সামগ্রী
তুমি কর দুঃখ করেছ হনুমান মাঝিরে
পশ্চাতে গাইয়া যাও নাও
হাসিতেই চলল সিন্ধু মাঝি ধরে রে
............পারে লাগাও নাও।

১ বল ; ২ পেছনে ; ৩ চাঁদসদাগর ; ৪ মেরে ; ৫ দ্বিতীয় ; ৬ হয়ত।

শ্রীমনমোহন নাথ এবং শ্রীমনলাল মজুমদারের সৌজন্যে গ্রাম-লালা/পোঃ-লালা/হাইলাকান্দি মহকুমা থেকে সংগৃহীত।

(খ) সোনার নাও রূপার মাঝিয়া
উজান বৈঠা পড়ে রে
যমুনার মাঝারে মাঝি হাইলে১ ছাড়িয়া যায় রে
নৌকা চলে সেলে কান্দে বৈঠা নিল স্রোতেতে২
অরে হাকিয়ার ফুলেরে৩ টেলা
ফুল আসমানে৪ চলে রে।

১. হাল ; ২. স্রোতে ; ৩. বেগে ; ৪. আসমান।

(গ) সাইজাও১ নৌকা যে দৌড়াইয়া যায়
এ সুজন মাঝি ভাই।
অরে যমুনার স্রোতে সুজন গোপীনাথ যায়
ঐ নৌকা যে দৌড়াইয়া যায় সুজন মাঝিভাই
তারে দেখিয়া পিঞ্জর নারীর উড়িয়া পরাণ
ছিড়ে ধড় ফড় করিয়া রে।
নৌকা যে দৌড়াইয়া যায় উড়াইয়া২ নিশান
তারে দেখিয়া ধন্য নারীর৩ উড়িল পরাণ
ছিরে ধড় ফড় করিয়া।

১. আজ ; ২. উড়াইয়া ; ৩. গোপনারীর।

(ঘ) ও ভাই চাঁদিয়ার রে
তুমরা কি দেখেছ আমার চণ্ডীদাস ভাইরে রে।
দেখ্যাছি দেখ্যাছি আমি চণ্ডীদাস যাইতে
আগে করে লাল নিশান মইধ্যে১ ধন্য যাতে
দেখ্যাছি দেখ্যাছি আমি আর দেবি যাতে
আগে করে দুলাই মাঝি পাছে ধন্য যাইতে।

১. মধ্যে।

শ্রীমতী দীপালি দাস/শিবরাত্রি মেলা/ওরাপাড়া
শিবরাত্রি-৩ এর তথ্য থেকে সংগৃহীত।

পরিশিষ্ট—৪

(১) সাড়ে উপমহাদেশে লোক-সাহিত্য সম্পর্কে রামমোহন রায় এর কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমস্ত রচনা কিছু মূল্যবান ইঙ্গিত রয়েছে। তবে কিছু প্রাচীন গানের ছবিতে প্রাচীন গতিধারার নাম পাওয়া যায়। ১৯৫২ ইংরেজীতে ঐতিহ্য প্রাচীন গতিধারায়

শ্রীহট্টের সং-আপ্যায়ন-সমিতি নিরক্ষী গায়ক গুরুদাস পালিতের কাছ থেকে রাজমোহন নাথ 'সোনাতনের গীত' নামে একটি গীত সংগ্রহ করেন। এখন কানাই ধলিয়া প্রভৃতি বয়সের কথা। গায়ক কানাই ধলিয়ার কাছ থেকে ধুইয়া বলিয়া 'সংগত' যে কথা রাজমোহন নাথ মহাশয় বলিয়াছেন তা নিম্নরূপ :—

"কানাই মিয়া নিরক্ষর ; সে তাহার গুরুজনের নিকট হইতে মুখে মুখে এই গীতটি (সোনাতনের গীত) শিখিয়াছিল। কানাই মিয়ার হিসাবে এই গীতের প্রতি কলির ধুইয়া বলিতে হয়। ধুইয়াটি প্রতি এক কলি গীতের ধুইয়া গাহিবার নিয়ম দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন ধুইয়া গাহিবার অবসরে শ্রোতা। কানাই মিয়া আমাকে বলিয়াছে—ধুইয়া গাহিবার যে সামঞ্জস্য বিষয়ে দেখিয়াছে, সেইরূপ প্রায়ই একটি গানের ধুইয়া থাকিত।"

[সোনাতনের গীত : শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্ত্বভূষণ কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত : প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮ ইং ; শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা-৮ ; ভূমিকা]

ধামাইল গান সম্পর্কে রাজমোহন নাথ এর দুটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় :

১. গানের ধামাইল—শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ সংখ্যা, পৃঃ ৫১-৫৬।

২. বিবাহের ধামাইল—শ্রাবণ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যা, পৃঃ ২০-২২।

রচনা দুটি গুরুসদয় দত্ত আই. সি. এস. প্রণীত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৬৬ ইং) শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত গ্রন্থের পরিশিষ্ট—গ ভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। পৃঃ ৩৯০—৩৯৬। তবে বানান ও শব্দের এর পরিবর্তন করা হয়েছে।

(২) "ধামাইল" গান সম্পর্কে শতাব্দী আগে। বিবাহের সময় নারী সমাজে ধামাইল বিশেষ প্রচলিত ছিলেন। পরে বিবিধ ধামাইল নারী মহলে প্রচলিত একটি বড় উৎসবের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহা সমাজই নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বাংলার প্রাচীনের পদাবলীর সহিত বাংলার দেশের প্রাচীন কাব্য সাহিত্যের আদর্শ প্রচুর পরিমিত রহিয়াছে। এই ধামাইল গান হইতে বাংলা সেকালের সামাজিক আচার ব্যবহার ও স্ত্রী-লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার মোটামুটি পরিচয় লাভ করিতে পারি। এই প্রকার গানের মধ্যে শান্তির ধামাইল, কাজলী ; বেহুলা বনবাসের ধামাইল ; নিমাই সন্ন্যাস ধামাইল ; বিবাহ সংক্রান্ত ধামাইল ইত্যাদি সর্বাধিক প্রচলিত।"
—শ্রীহট্ট সংস্কৃতির লোকায়ত সাহিত্য : মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম ; সিলেট : ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। বৈশাখ ১৩৮২ ; পৃঃ ৪৪।

(৩) "বারমাসী গাথা গুলোর মধ্যে প্রেম, শোক, বাৎসল্য ও মাতৃ ভাবের আবেদনই প্রস্ফুটিত। বর্তমান যুগে যদিও বহিরাগত সাহিত্যের প্রভাবে এই সব সাহিত্যের চর্চা সংকুচিত কিন্তু যদি কেউ এর গভীর অনুসন্ধান করেন তাহলে তাঁরা এখনও অতি দুর্গম প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষর গ্রামীণ মহিলা দেখতে পাবেন যারা এখনও মনের দুঃখ শোকের আবেগে এক একটি বারমাসী গাথা ধরে কাঁদতে পেরেছেন।"

"অদ্যাবধি এতদঞ্চলে যে সব বারমাসী গাথা পাওয়া গেছে তার মধ্যে শান্তির বারমাসী, সীতার বারমাসী, ফুলমতীর বারমাসী, কুঁকিয়ার (কোকিলা) বারমাসী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।"—গোয়ালপাড়ার বারমাসী—ত্রৈমাসিক ঃ বর্ষ ঃ Vol. XII No.-1, অক্টোবর ১৯৭৭ সংখ্যা ঃ পৃঃ ২১।

পরিশিষ্ট—ঘ

বিরহ-কুসুম

মুন্সী আব্দুল বারী সাহেবের গান ঃ—ইঁহার রচিত বিরহ-কুসুম অন্তরে রহিত "সফর ইঁহার" নামক পুস্তিকা প্রকাশিত। উক্ত গানের ছন্দে নানা বিধ অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। "শাদুয়ার বারমাসী" ও "ফোরাত বিবরণ" এই পুস্তিকের দুইটি উল্লেখ্য হয়। এই দুইটি গান উদ্ধৃত করিলাম ইহার তুলনা দেখা যাইবে। ইহাতেই মুন্সী আব্দুল বারী সাহেবের কবি-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শাদুয়ার বারমাসী

আষাঢ় মাস

আসিল রে আষাঢ় মাস ঘুরী বর্ষা রোপাত।
যা আছে দেখি দুঃখ বড় বন্দন কোপ ॥
নানান রঙে ঘুরী পড়ে দুয়ারের আঁচল।
দুঃখিত দুজনে যায় কাঁদিয়া ফিরে বাড়ি ॥
বড় বড় রবী পড়ে যত অন্দরে।
ঘুরী ছিল যত নদী খোঁপায় নিয়ে ॥
তোলা নিলে বড় ঢেউ খাঁচাতারা হয়।
সমুদ্র দিলে তোমা হয় আনিও নিজে ॥
লক্ষ্মীর আকাশে এক দেখের মেলোয়া জ্বলিল।
দুখের মাঝে তোমা নদী দুঃখ পাড়ি দিল ॥

বাদুড়া—দূর সমুদ্র। তোলা—তোলা। বর্ষা—বিদ্যা। নিজে—নিজে। ঢেউ—তরঙ্গ। তোমা—তোমার। লক্ষ্মী—লক্ষ্য। বাঁধ—বাধ দেয়, অর্থাৎ আটক করা।

পৌষ মাস

আইলরে পৌষ না মাস হিমালিয়ার দিন।
পুত্রর ছিল মাও বাপের বল হয় ক্ষীণ ॥
বল ক্ষীণ হইয়া মায়ের অন্ন হয় নাশ।
ভিক্ষা মাগের আশায় দিয়া গাছ বাস ॥
দশ মাস শিকমে রাখি বড় পাইয়া দুখ।
সব দুখ পাশরিয়া মায়ে দেখি চান্দ মুখ ॥
এমন পুত্রের মায়া মাও ছাড়ি যায়।
পাশরিব কেমনেতে পুতেলা ফাটি যায় ॥
নাসির আহমদ কয় বেলা কৈল ক্ষীণ।
আপো মায়ে রাখি দিয়া নাহিক কতদিন ॥

হিমালিয়া (হিমালিয়া?)—হিম। শিকমে—উদরে। পাশরিব—ভুলিব। পুতেলা—হৃদয়। পুত্তর—পরে।

মাঘ মাস

আইলরে মাঘ না মাস জাড়াএ বড় ডর।
এমন সময় মরে পুত্রর নাই ঘর ॥
কান্দে মাগিয়া তাপ উঠে শরীর আগ।
মনে হয় হাসিয়া গাইব মনে দিয়া আগ ॥
মা ও বাপের বড় দুখ পুত্রর বাপ নাই।
সত্য আছে ঘরে দুপা পাঁজা হইব ছাই ॥
আওয়াজো এই দুঃখ না থাকিয়ে পাঁচ।
পুত্রের বড় দুঃখ জাড় নাই বাহু মরী ॥
সুশোভিত সোহাগী নারী আসে বড় ভক্ত।
কাকেতে কলসী লইয়া পুষ্করিণীর ঘাটে যায় ॥
হায় আল্লা সুন্দরী ঘরে আছে স্বামীর পাশ।
দড় করি সেবা করি কেমনে পায় ॥
শুনেশে পুরুষ পাশিয়া থাকে দিন রাত।
নাসির আহমদ কয় কেমনে হইব পার ॥

জাড়—শীত। কান্দে—শরীরে। আওতে—স্ত্রী। ভিতি—গৃহ। কাকেতে—কক্ষে। সুন্দরী—স্বামী। হেমন্তকাল—শীত।

ফাগুনের মাস

আইলরে ফাগুন মাস কোকিলায় ডাকে রস্যা।
সুন্দর বিনে কাহে সাজের হেলার ছলনা ॥
চাঁদেরও বড় দুঃখ না থাকিলে রাহু।
চালনার বড় দুঃখ না থাকিলে পাত ॥
আসমানের বড় দুঃখ না থাকিলে পানি।
গাছেরও বড় দুঃখ ডালে নাই ফল ফলি ॥
হুক্কাতে পানি নাই কি করিবে সুখ।
যে নারীর পুরুষ নাই কি করিবে দুঃখ ॥
বান্দুয়া-পুষ্করিণীতে যেন লাড়ি মাছে নাই।
যে নারীর পুরুষ নাই তার দুঃখ বলুক কাই ॥
পুরুষ নাই নারীগণের কিবা অহংকার।
ঝাড় ছাড়া পাখী যেন শিকারীর সার ॥
নাঁকির আমলে কর আমার নাম যাবা।
পুলছিরাতের পাড়ি আল্লা তোমাকে হইবে পার ॥

জলদীর—পুষ্করিণী। দুদ—সেউতিনী এমন কাঁথায় জল না উঠিলে তাহলে এক কোণায় গভীর গর্ত করা হয়, ইহার নাম দুদ (দো দুঁদ)। বানো-খাদাল, অসংস্কৃত। খাই—শব্দ। পাখী—পক্ষী। পুলছিরাত—সেতুপথ, পারে যাইতে—পরলোকে যাইবার পথে একটি ক্ষীণ সেতু অতিক্রম করিতে হয়। পুণ্যবানেরাই শুধু এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

চৈত্র মাস

আইলরে চৈত্র না মাস হইলো বড় জ্বালা।
খাদাইতে গিয়া আমি তিন-পহর-বেলা ॥
সেই চৈত্র রৌদ্রে মাথা লাগে উঠে দুখ।
পুরুষ নাই কার লাগি এই যে বড় দুখ ॥
সেই চৈত্র মাসে গিয়া গাইছি আপন।
ঘাম্বে শরীর যেন জ্বলিছে মন ॥
অভাগীন তন্দ্রাণী-পতির সংসার।
ঘুরে যাইল মহিষ আড়েতে ভাঙ্গিয়া পড়ে যা ॥
এমন মাতে রইল আমার দেহের ভিতর।
দুঃখ পড়ে যাইল যেমন নবীন বাসর ॥

নারিকেল শসকের মন এইরূপ হইল ক্ষীণ।
ত্যাগ করে দিল মনোবেদনা প্রভু আকিন ॥

দ্বেষ—দোষ। প্রীতি—প্রথা। বধূ—বৌঝিয়া। ঔষধ—চিন্তা। খুঁটি—খুঁটিকা।
লাঙ্গল—কাঁকালি।

বৈশাখ মাস

আইলরে বৈশাখ মাস লাগিল পাঁচির পাড়া।
মাতৃগণ লাগিয়া মায়ের মনে না ধরা ॥
সকলের পদ্মবতী বন্ধু তুমি ছিলাম প্রেম।
তাহিতে খুঁজিতে ছিলাম লোকের সুন্দর ॥
সাদরায় রাখ বুকে দিয়ে প্রভু দোষ।
তুলে পাগলী হইল প্রভু বলি ডাকি ॥
কোন মহাজনের ঘরে রাখে নিজ।
দিয়া ধন বাড়ি সেথা বাঁধিয়েছে পঞ্চায় ॥
দুইজনি ভাবিতেছে যেন মনেতে দিল বাড়ী।
কেন ধরি দিল মোর দুঃখের কথা বাড়ি ॥
মনে নিরাশিল যে বালকের হাতে কথা।
এক কথা ভাবিয়া দিল অভাগের অন্তরে ॥

নিকট—মনে। কষ্ট—কষ্টে।

জ্যৈষ্ঠ মাস

আইলরে জ্যৈষ্ঠ মাস পাকে পাকা আম।
কাঁঠাল কলা কাঁদি দুধে আর পান ॥
খাইতে ছিলাম পাকা মিঠা বাইতে একেলা।
থাকে স্বামী দিয়া যাইবা অন্তরের ছিলম ॥
কতবার ভাবি লাগা কথা পাড়ি নাই।
এমন সময় বাড়ে স্বামী দেখি নাই ॥
কষ্টে বাঁধিয়া কাটি মন যাইবা কাঁদি।
অন্তরেতে দিয়াছে খাঁটি পাখিয়া উড়নি করি ॥
অন্তরেতে পাড়ি আম কাঁদিয়ায় তুমি।
কইতে কি না বলিতে বল তাই শুনি ॥
কাঁদিয়া কমলা কোথা আর আর জননী।
আমার মন কাঁদিয়া আয় এই পাড় যায় ॥
আমার বাঁধিয়া আমার অন্তরের উদাস হইল।
কাঁদিয়া কত দিন জননী দুঃখে হাসি হাসি ॥

আদায় না করিলে ছওয়াব না আসিবে মুখে।
হাঁটির শব্দেতে রাঁক ভুলিয়া তার দবে ॥
নাজির পড়িলে পাপ শান্তি হইব মোর।
শরীরের খাড় দূত হইয়া যাইব চুর ॥
পাঞ্জগানে দুনিয়াতে ৫৩ জোনিন ভাই।
পাঞ্জগান আদায় কর খোদার দোহাই ॥
নাফিজ আসলে কর আসিলে ঘরে ঘায়।
পাঞ্জগান আদায় করি দুনিয়াতে যাও ॥

ফজরে আর শাম—প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত। পাঞ্জ—পাঁচ জনে। তাঁগা—সঙ্কীর্ণ। আমল—কাজ। কালামা পাঁচকাম—কলিমা, নমাজ, রোজা, হজ ও জকাত। পুঁছিবা—জিজ্ঞাসা করিবেন। আমলের ফিরিস্তা—প্রত্যেক মানবের জন্য এক একজন নির্দিষ্ট ফিরিস্তা আছেন। তাঁহারা মানবের জীবন কালের যাবতীয় কার্যাবলীর হিসাব লিখিয়া রাখেন। মৃত্যুর পরে তাঁহারা ঐ "জাবেদা" লইয়া উপস্থিত হন। কলিমা, নমাজ, রোজা প্রভৃতি পাঁচটি অবশ্য করণীয়। না করিলে পরকালে এগুলির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে। দরুদ—পদ্য। আমল—অযুত।

আমার গ্রাম

আইসরে আমার গ্রাম পদ্মের নানা পানি।
তুমি যে শুনাইলারে আমার লোকের কাহিনী ॥
লোকে বলে—ফরাইজ দিয়া জিনি করিল মান।
ইহার কারণে মোরা পদ্মস্থ আছে না ॥
ফরাইজ লিখিয়া দিলাম পাইলে জিনি নাই।
ইহার কারণে মোরা পদ্ম মরে নাই ॥
মাঠে পথিক জিনি কর মাড় খাঁর আগ।
দুনিয়ায় আল্লার হইবে আদরে ছওয়াব ॥"
লোকের বলায় কেহ পুঁছিয়া দেখিল যাই।
আমরা নাহি দিবা পদ্মদর কত ঠাঁই ঠাঁই ॥
লোকে বলে দুমান গাঁয়ে আদরে মুরাই।
হস্ত শক্ত করা এলাহির ঠাঁই ॥
মধু ভক্তির মাধুর্য মুখী দেখে চোখ যাইল।
ছাড়িল আঁখির পাঁচ তামাম সেলা যাইল ॥

আল্লাম—অক্ষর। আদরে—অতিশয়াক্ত। ছওয়াব—পূণ্য। দুরাশা—দর্প। হস্ত—হৈর্য্য সংগতন। শক্তে—বৃহৎকারার স্বীকার। এলাহি—খোদা। যাইল—বাঁহিরা।

শ্রাবণ মাস

আইলরে শ্রাবণ মাস বাঁজার কাল।
তোমার তোমার হাত মাদ্ মাতা দিয়া পাল ॥
মাঝ বাম গাঁজিত শরি কোনো দিয়া পড়ে।
মায়ে যান কাঁদিয়া মায়ের ডাকিয় হইল ভোর ॥
মালুর কান্দিয়া মায়ের তুলিয়া লইল বুকে।
দিন্দুনে দিয়াই অইল্ না পাইল্ টেকা ॥
সাঁকে আছে বদ মনে বড় শহরে জল।
কি জানি করিব আল্লা কপাল হালম ॥

ঘরে-রোজ। দিয়াই—অনুমান করিয়া।

ভাদ্র মাস

আইলরে ভাদ্র মাস বাঁজার পড়ন।
জমার আরাবন কেঁদে নিশিত শাপন ॥
মহাজনে যত দিয়াছিল যে কর্জ।
কোলারেতে যাহে এই কি হইল আমার ॥
মহাজনে দিয়াছিল ধন আদম গাঁথিয়া।
ভাটুরী করিয়া ভাত খায় গাভরিছে ॥
আছে না হইল ভাত সব হইল ভল।
দিনে দিনে মাত্র ভাত ফুরাইল সকল ॥
ভাই বন্ধু কোহে পাইল্ মানিকের ইঞ্জত।
আমার উপায় নাই ধরা যাইব চোর ॥
প্রথমেতে শাস্ত্র পাইলে পাশের নাই ডর।
অসময়ে শাস্ত্র পাইলে বাঁধ্ হয় জেল ॥

ডর—সীমা। অসময়ে—অকালে।

আশ্বিন মাস

আইলরে আশ্বিন মাস দেখতের দিন।
আজি কাটি কালি কাটি কাটি দিল দিন ॥
কাটি দিলে সোনা ধন্ না হয় উজল।
কাঁদিয়া পাড়িল ঘর গাছের সমান ॥
মুখের যাইব হাসি, চোখের যাইব জোতি।
মাথা নথ অর যাইব দুনিয়ার আরতি ॥

উত্তর পুরুষ গেল হুঁশিয়ার আর জ্ঞান।
অঙ্গের ভূষণ গেল শান আর মান ॥
হারাইলা হরিণা অঙ্গের ভূষণ গেল পড়িয়া।
না কান্দিও সুহাগে যায় দেশান্তরে পড়িয়া ॥
তুমি ভবানী সাথে সার্থী নিয়া।
ঘুটি ঘুটি সন্ধ্যার পানি ... দিকে চাইয়া ॥

উত্তর পুরুষ—বিবেক। শান—আত্মজ্ঞান। ভবানী—ভাবোন্মী।

কার্তিক মাস

আইলোরে কার্তিক মাস বড় গরম।
নিজ আশা নিজ বাসা জীবন ও যৌবন ॥
মাতা পিতা মিত্র পুত্র বন্ধু সোদর ভাই।
কেউ নাই সাথে যাবে পরলোকে ভবাই ॥
যে ঘরে থাকিব নানা বিছাইয়া শয্যা করি।
এখানা সেখানা সব হৈব থাকিব বৈরী ॥
হস্ত নিকালিয়া গেলে যত্তর বাড়ে নিয়া।
অন্ধকার ভাবনায় থাকিব কালিক ঠিকানা ॥
চারিদিন গুড়ির গোরা পাথর দিব বুকে।
ধন জন সব লইয়া বসিয়া খাইব সুখে ॥
নাসিক আগুন কত বড়ে যায়।
ভাবিরা গাছের পাত না লাগিল গায় ॥

ভবাই—দেহখাঁচা। এখানা—অমৃতলোক-স্বর্গ। সেখানা—স্বজাতীয়। নিকালিয়া—বাহির হইয়া। গুড়ির গোরা—[illegible]।

মোহাম্মদ আবদুল বারি

শিক্ষা-বিভাগের ত্রৈমাসিক পত্র 'শিক্ষাসেবক' এর ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত। পৃঃ—৮-২৫।

সম্পাদক-সংঘ ঃ—রায় সাহেব শ্রীভরতচন্দ্র চৌধুরী বি.এ, মৌলবী ইছাক আলী এম্, এ, শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী বি.এ, রায় বাহাদুর [illegible] অধিকারী, শ্রীজীবেন্দ্র-চন্দ্র মজুমদার এম.এ, বিটি, শ্রীকালীচরণ দাস বি.এ। শিলং।